বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(সোনালী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

তন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৫১
৬ (১)	চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য	৫২-৫৩
	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৫৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৯/০৫/১৪২১ বঃ
২৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ২০০২ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লি-খিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২১/০৭/২০১৪ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	(BTB) বিটিবি	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C (HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	(ETP) ইটিপি	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	(FBPN) এফবিপিএন	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	(FBP) এফবিপি	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	(IDCP) আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	এলটিআর (LTR)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংক বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	(LIM) লিম	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	(PAD) পিএডি	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	(LC) এলসি	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	(PC) পিসি	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	(PSC) পিএসসি	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট

				ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন.আই. এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো),সিসি(প্লেজ),প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:- লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়ই।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত আইবিপি (Inland Bill Purchase) বিলের টাকা মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং মার্জিন বাদে সুদ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০৯,৯২,৬১,৮২৩
২	কস্ট অব ফান্ড কভার না করে এবং শাখার আয় খাত ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানসহ সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৪,৫৪,৪২,৬৭৪
৩	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩৭,২১,৩৯,৯৮৫
৪	ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল এবং কালেকশনে প্রেরিত রপ্তানি বিলের মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২,৭৭,১৩,৯৮১
৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানি মূল্যের ওপর উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	২,৬০,৫৬,৮৮২
৬	ভুয়া সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	১,৭৭,৮৩,০৯৮
৭	প্রকল্প ঋণ হিসাব নিম্নমানে শ্রেণীকরণ করা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিলের দায় পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১২,২২,১৫,৩৬৮
৮	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন, ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি করে পিএডিসহ আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৪,১০,৫৪,৮৩২
৯	বন্ধকিকৃত সম্পত্তি/জামানতের মূল্য অপেক্ষা ব্যাংকের পাওনা বেশি, রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় প্রকল্প ঋণের দায়সহ ফোসর্ড লোন ও পিসি ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৯,৮০,৬১,৯৬২
১০	অনিয়মিতভাবে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণের বকেয়া আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩,৮৭,৭০,২২০
১১	বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা এবং সর্বশেষ সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৯,৫২,৭৬,৪৬১
১২	ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা যাচাই না করে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরি প্রদান এবং সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায়বৃদ্ধি করায় ক্ষতি।	১৪,০২,৪২,৫৩৯
১৩	বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮,৪৮,৮৪,১৭৩
১৪	প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে নতুন করে বিএমআরই ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬,৮২,২৪,৯৫২
১৫	ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় এবং পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫,৯৩,৮১,৬৩৯
১৬	চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের যোগাযোগ বন্ধ এবং কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫,৮৩,২৪,০৪৭
১৭	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ দেওয়ায় পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টিতে ব্যাংকের ক্ষতি।	২৩,৬৩,৮৪,০০০
১৮	ভুয়া ঋণপত্রের বিপরীতে ভুয়া রপ্তানি বিল ক্রয় এবং ভুয়া রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫,০৪,৭৩,০০০
১৯	বিতরণকৃত অর্থ প্রকল্পে সঠিকভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১১,৪৯,৯৬,০০০
২০	মেয়াদোত্তীর্ণের পরও নতুন করে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪৫,৩৯,০৭,০০০
২১	গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সমুদয় ঋণ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে	৪৮,০১,৩৩,৪৩৯

	ব্যর্থ ও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।	
২২	খেলাপি গ্রাহকের প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০০৫ সালে ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে বিশাল অঙ্কের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি অদ্যাবধি প্রকল্পে স্থাপন না করে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৭,৬০,৭৬,৩৪৫
২৩	ডাউনপেমেন্টের ঘাটতি রেখে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ এর পুনঃতফসিল এবং সিসি ঋণ সুদবিহীন ও সুদবাহী ব্লকড হিসেবে স্থানান্তর ও পুনরায় নুতন সিসি বিতরণ করেও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৬,১০,৪৫,৪১০
২৪	মঞ্জুরির শর্ত ভঙ্গ করে বারংবার বকেয়া সুদের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় পুনঃতফসিল ও ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি করেও ৬ বছরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যর্থ, সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লিম ঋণের কোন টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩,২৮,২৫,৫৪৭
২৫	সম্পূর্ণ চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি।	৭,৬১,১৬,৭১৫
২৬	ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত মেসার্স কুড়িগ্রাম স্পিনিং মিলস্ লিমিডেট সম্পূর্ণরূপে চালু থাকা সত্ত্বেও শর্ত মোতাবেক টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বারবার অনিয়মিতভাবে পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদানের পরেও শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৯,৩০,০৮,৩৫৫
২৭	মেসার্স মমো জুট মিলস্ লিমিটেড প্রকল্প ঋণ প্রস্তাব লাভজনক না হওয়ায় শাখা প্রধানের মতামত ও সুপারিশ উপেক্ষা করে অনভিজ্ঞ ও আর্থিক অস্বচ্ছল উদ্যোক্তার অনুকূলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭,৩৯,৩৫,০০০
২৮	বারবার রপ্তানি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	১,৮৫,৫১,৭৯১
২৯	রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট লোন ও পিসি বারবার পুনঃতফসিলকরণের পরও ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৬,২৮,২৩,০০০
৩০	শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ভুয়া ফরেন বিল পারচেজ নিগোশিয়েশন (FBPN) সৃষ্টি এবং বিভিন্ন গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ বিলের বিপরীতে একাধিকবার মূল্য আদায়/সমন্বয় দেখানোর মাধ্যমে আত্মসাৎ।	৯,৯৭,০০,৮৪০
৩১	প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না করায় খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২,৭৮,৫৪,০৯৩
৩২	সোনালী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।	-
	মোট	**৫৪৫,২৬,৬৫,১৭১**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০০২ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,মতিঝিল, ঢাকা	২৬-০৪-২০১২ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	২২-০১-২০১২ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখা	২০-১১-২০১২ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, রংপুর	২২-০১-২০১২ হতে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	০৭-০৯-২০১১ হতে ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	সোনালী ব্যাংক লিঃ, বি-ওয়াবদা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১৪-০৮-২০১১ হতে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনামঃ স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত আইবিপি (Inland Bill Purchase) এর টাকা মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং মার্জিন বাদে সুদ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৯,৯২,৬১,৮২৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত আইবিপি(Inland Bill Purchase) বিলের টাকা মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৯,৯২,৬১,৮২৩ টাকা।

(ক) শাখার গ্রাহক মেসার্স বেক্সটেক্স লিঃ কর্তৃক গার্মেন্টস সংক্রান্ত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য (সুতা) তাঁর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং লিঃ এর নিকট বিক্রয়/সরবরাহের জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, রূপালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস এবং এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্পোরেট শাখা ও গুলশান শাখায় এলসি খোলা হয়। ইস্যুকৃত এলসির বিপরীতে বেক্সটেক্স লিঃ মালামাল/সুতা সরবরাহ করে। সোনালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংকসমূহের স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে বেক্সটেক্স লিঃ এর নিকট হতে ১৮০ দিন মেয়াদে ৮৫,৮১,৪৩,০০০ টাকার ৮ (আট) টি আইবিপি বিল ক্রয় করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বেক্সটেক্স লিঃ বিল মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের নিকট হতে পাওনা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৫,৮১,৪৩,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক-১" তে দেখানো হলো)।**

- স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ১৮০ দিনের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদানের শর্তানুসারে বিল মূল্য পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও বাংলাদেশ ব্যাংক-কে তা জানানো হয়নি।
- বর্ণিত ঋণের বিপরীতে কোন প্রকার জামানত গ্রহণ করা হয়নি। শাখা ব্যবস্থাপক-কে আইবিপি/এফবিপিএন বিল ক্রয়ের সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করায় এ খাতে দিন দিন দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যাংকের ঝুঁকির সৃষ্টি হচ্ছে।

(খ) অনুরূপভাবে শাখার একই গ্রাহক মেসার্স বেক্সটেক্স লিঃ এর নিকট হতে গার্মেন্টস কাঁচামাল ও সুতা ক্রয়ের জন্য তাঁর সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং লিঃ,জনতা ব্যাংক লিঃ- লোকাল অফিস, রূপালী ব্যাংক লিঃ,লোকাল অফিস,অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস এবং এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক,প্রধান কার্যালয়ের কর্পোঃ শাখা,ঢাকায় লোকাল এলসি স্থাপন করে। স্থাপনকৃত এলসির বিপরীতে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং-কে বেক্সটেক্স লিঃ সুতা সরবরাহ করে। এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংকসমূহের স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয় ১৮০ দিন মেয়াদে ৬৪৪,৯৯,৭০,৫০২ টাকার ৩৭ টি আইবিপি ক্রয় করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ক্রয়কৃত আইবিপি বিলের টাকা প্রত্যাবাসিত/গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপে স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংকের নিকট হতে ০৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্রয়কৃত আইবিপি বিলের টাকা আদায় করা হয়।

- ১৮০ দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের নিকট হতে মার্জিন বাদে সুদ ২৪,১১,১৮,৮২৩ টাকা আদায় করা হয়নি। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট ক-২ তে দেখানো হলো)।**
- ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি/২০১০ অনুযায়ী আইবিপি স্থানীয় মুদ্রায় ২০% মার্জিনে ক্রয়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০% মার্জিনে আইবিপি বিল ক্রয় করা হয়েছে । ফলে মার্জিনে টাকার কভার না হওয়ায় সুদ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) বিলগুলির মূল্য মেয়াদান্তে পরিশোধ না হওয়ায় বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য এক্সেপটেন্স প্রদানকারী ব্যাংকগুলিকে বহুবার পত্র দেওয়া হয়েছে। (খ) ক্রয়কৃত বিলের আসল টাকা শাখায় জমা হয়েছে। বিলগুলির বিপরীতে প্রাপ্য সুদ অনাদায়ী রয়েছে। টাকা পরিশোধের জন্য গ্রাহককে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ক্রয়কৃত আইবিপি বিলসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও পরিশোধ না করায় এবং প্রাপ্য সুদ আদায় না হওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ১২,৩২,৪১,৮৮২ টাকা ইতোমধ্যে আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অবশিষ্ট টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ কস্ট অব ফান্ড কভার না করে এবং শাখার আয় খাত ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানসহ সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৪,৫৪,৪২,৬৭৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ তারিখ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি এবং শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের পুনঃতফসিল ও সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কস্ট অব ফান্ড কভার না করে এবং শাখার আয় খাত ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানসহ সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৪,৫৪,৪২,৬৭৪ টাকা।

(ক) বিসিক শিল্প নগরী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ব্রেড এন্ড বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য পত্র নং- ২৯৩১, তারিখঃ ২২-০৪- ১৯৯১ খ্রিঃএর মাধ্যমে মেসার্স রতন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর মালিক জনাব আবদুল হান্নান রতনকে ১০ বছর মেয়াদে ৩,১৬,০০,০০০ টাকা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ০৬-০৯-২০০০ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত ৪৯,২০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করত ৩,৬৫,২০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১১-০৭-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ সীমা ৩,০০,০০,০০০ টাকা (প্লেজ ২২৫.০০ লক্ষ টাকা + হাইপো ৭৫.০০ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণসীমা ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উত্তোলনপূর্বক উত্তোলন পরবর্তী ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবসমূহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় ২০-০৭-২০০২ খ্রিঃতারিখে ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করা হয়।

- ১৩-১২-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা দাবি করা হলে সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানির সার্ভেয়ার কর্তৃক ২,৩০,৮৮,০০০ টাকা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। বিভিন্ন প্রচেষ্টার পর বীমা দাবির টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ২৭-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ৮৯০তম সভার অনুমোদনক্রমে প্রকল্প ও সিসি ঋণের আরোপিত ও অনারোপিত সুদ ১০০% মওকুফযোগ্য করে সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। প্রকল্প ঋণের আসল টাকা সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক ৩১-০৩-২০০৩ খ্রিঃ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের আসল একীভূত করে সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর এবং বীমা দাবি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বয়করণ অথবা অনুমোদনের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু শর্তানুসারে গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
- সর্বশেষ ২২-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ৭২তম সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং-৭৬৯, তারিখঃ ২৮-০৪-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে শাখার আয় খাত ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত ৩১-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ও সিসি ঋণের আরোপিত ও অনারোপিত সুদ ১০০% বাবদ ৭,৬৬,১১,০০০ টাকা মওকুফযোগ্য করে সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করে প্রকল্প ঋণের আসল ৩,২৩,৬৫,০০০ টাকা ডিসেম্বর/০৯ হতে আদায়যোগ্য করে এবং সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের আসল একীকৃত ২,৯৯,৯১,০০০ টাকা বীমা দাবি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বয়করণ সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করে পুনঃতফসিল করা হয়। ফলে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে শাখার আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের উল্লিখিত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ-১" তে দেখানো হলো)।**
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি কিস্তির ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০% নগদে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে জমা/পরিশোধ করার পরই পুনঃতফসিল আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে । কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে ২০-০৭-২০০০ খ্রিঃ, ২৭-১২-২০০৫ খ্রিঃ এবং ২৮-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ ডাউনপেমেন্ট জমা/পরিশোধ ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী পুনঃ তফসিলকরণের ০১ (এক) বছরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাকে নতুন করে কোন প্রকার অর্থায়ন করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পুনঃ তফসিলের তারিখ হতে অর্থাৎ পত্র নং-৭৬৯, তারিখঃ ২৮-০৪-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুরি দেয়া হয়, যা উক্ত সার্কুলারের পরিপন্থী।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৬-২০০৬ খ্রিঃ এবং ১২-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড ৩৪৬.৩৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি রেখে এবং শাখার আয় খাত হতে ১৭৮.৯৯ লক্ষ টাকা ডেবিট করে সুদ মওকুফ করা হয়েছে।
- বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা ও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানপূর্বক গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের না করে আবার প্রকল্পে নতুন করে ঋণ মঞ্জুর এবং

প্রস্তাবিত নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঐশ্বর্য এগ্রো ফুডস প্রসেসিং লিঃ কে পত্র নং- ৭২০,তারিখ: ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৬.০৫ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি এবং ঝুঁকির সৃষ্টি করা হয়েছে; যা ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর পরিপন্থী।

(খ) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স স্টার সুজ লিমিটেড এর বিদ্যমান হিসাবসমূহে আর কোন সুদারোপ না করে খেলাপি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরোপিত সুদ ৮,৬৬,০৪,১৩৩ টাকার ৯৩% বাবদ ৮,০৫,৪১,৭৪৩ টাকা এবং অনারোপিত সুদ ১০০% বাবদ ৮,২২,২৭,৫৪১ টাকা মোট (১৬,২৭,৬৯,৩৮৪ +৬০,৬২,২৯০) ১৬,৮৮,৩১,৬৭৪ টাকা মওকুফ করত মওকুফোত্তর ৫,৬৩,৫৮,১০৮ টাকা আদায়যোগ্য করে ২১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ১৮৭তম সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং প্রকা/আইটিএফডি-১/স্টার সুজ/৫৭২, তারিখ:৩১-০৩-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সুদ মওকুফ কার্যকর করা হয়। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে আয় খাত ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি (১৬,২৭,৬৯,৩৮৪ টাকা + ৬০,৬২,২৯০ টাকা) = ১৬,৮৮,৩১,৬৭৪ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট খ-২" তে দেখানো হলো)।**

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং -অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-০১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭, তারিখ:২৯-০৬-২০০৬ খ্রিঃ এবং সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ৩১-০৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের ইস্তেহার নং-১৫৬৩ মোতাবেক ব্যাংকের সুদ মওকুফ নীতিমালা অনুযায়ী কস্ট অব ফান্ড কভার না করে কস্ট অব ফান্ড ৬,৭২,১১,৯৬০ টাকা ঘাটতি রেখে প্রধান কার্যালয়ের প্রভিশন হিসাব হতে ৮৬,৮৪,৭০০ টাকা ডেবিট করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত সুদ মওকুফ করা হয়েছে যা উক্ত আদেশদ্বয়ের পরিপন্থী।
- খেলাপি পূর্ববর্তী সুদ ৮,৬৬,০৪,১৩৩ টাকার ৯৩% বাবদ ৮,০৫,৪১,৮৪৩ টাকা মওকুফের কথা বলা হলেও ১০০% বাবদ ৮,৬৬,০৪,১৩৩ টাকা মওকুফ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত মওকুফ করা হয়েছে (৮,৬৬,০৪,১৩৩-৮,০৫,৪১,৮৪৩) = ৬০,৬২,২৯০ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ: ০৫-০৬-২০০৫ খ্রিঃ অনুযায়ী খেলাপি মন্দ/কু-ঋণের কোন বকেয়া টাকা আদায় হলে আগে কোন বকেয়া আরোপিত / অনারোপিত সুদ হিসাব সমন্বয়ের পর আসল সমন্বয় হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত ৬২,০০,০০০ টাকা সুদ হিসাব সমন্বয় না করে প্রথমে ঋণের আসল টাকার হিসাব হতে সমন্বয় করা হয়েছে। যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী।
- খেলাপি পূর্ববর্তী আরোপিত আদায়কৃত আয়খাতে নিট সুদ ১,৪৫,৪৬,৯৯০ টাকা সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে মওকুফ করা হয়েছে।
- গ্রাহককে বারবার অর্থাৎ ২৯-১২-২০০৭, ০৬-০৬-২০০৯ এবং ২৪-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সুদ মওকুফ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পর গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং কস্ট অব ফান্ড কভার না করে আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। (খ) ব্যাংকের পাওনা এককালীন আদায়ের লক্ষ্যে কস্ট অব ফান্ডের শর্ত শিথিল করে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সুদ মওকুফ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে শাখার আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২খ্রি এবং: ১০-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,

  (ক) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সুদ মওকুফ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পটি চালু করে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ২.০০কোটি টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা হচ্ছে। সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের আসল বীমাদাবী প্রাপ্তির বিপরীতে সমন্বয়ের শর্তে ব্লক স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বীমাদাবীর বিষয় হাইকোর্টের বিচারাধীন আছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, অসাধু ঋণ গ্রহীতাকে বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানপূর্বক গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের না করে আবার প্রকল্পে নতুন করে ঋণ মঞ্জুর এবং নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি এবং ঝুঁকির সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর পরিপন্থী। তাছাড়া অর্থ মন্ত্রনালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে শাখার আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ গ্রহণযোগ্য নয়।

খ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনড়, খেলাপী এবং আদায় অনিশ্চিত ঋণ হিসাবটি One Time Exit এর আওতায় সুদ মওকুফোত্তর বকেয়া আদায় হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রনালয়ের আদেশ অমান্য করে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে শাখার আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

এমতাবস্থায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৭,২১,৩৯,৯৮৫ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লি:,স্থানীয় কার্যালয়,মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগ-২ এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৭,২১,৩৯,৯৮৫ টাকা।**(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।**
- সোনালী ব্যাংক লি: বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট (বিবিএ) শাখা, ঢাকায় জনকণ্ঠ গ্রুপ/আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স গ্লোব মেটাল লি: এর নামে ৯৫.৩৬ কোটি টাকার খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত জনকণ্ঠ গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আতিক উল্যাহ খান মাসুদকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য পত্র নং-শিঋডি-/ইনসেকটিসাইজ/১৬৪২ তারিখ:২০-১০-২০১০ খ্রি: এর মাধ্যমে মেসার্স গ্লোব ইনসেকটিসাইডস লি:-কে সিসি (হাইপো) (Cash Credit Hypothecation) ৯.০০ কোটি টাকা, পত্র নং-স্থাকা/শিঋবি-২/জনকণ্ঠ/১৬৪৩, তারিখ:২০-১০-২০১০ খ্রি:এর মাধ্যমে মেসার্স জনকণ্ঠ লি: কে ৭.০০ কোটি টাকা এবং পত্র নং-স্থাকা/ শিঋবি-২/গ্লোব ক্যাবলস/১৭১৭, তারিখ:০২-১১-২০১১ খ্রি: এর মাধ্যমে মেসার্স গ্লোব ক্যাবলস লি: কে ১৫.০০ কোটি টাকা মোট ৩১.০০ কোটি ০১(এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুরি দেওয়া হয় । কিন্তু গ্রাহক চাহিদানুযায়ী মঞ্জুরিকৃত ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর হতে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় । ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মৌখিক এবং লিখিতভাবে বারবার তাগিদপত্র দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণ হিসাবসমূহের কোন প্রকার টাকা পরিশোধ করেনি। ঋণ হিসাবসমূহ ইতিমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে সোনালী ব্যাংক লি: এর অন্য শাখায় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৩৭,৩৯,৯৮৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৪-০৮-২০১০ খ্রি: তারিখের সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য ০৩(তিন) টি প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স গ্লোব মেটাল লি: এর নামে মন্দ/কু-ঋণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ২০-১০-২০১০ এবং ০২-১১-২০১০ খ্রি: তারিখে নতুন করে ৩১.০০ কোটি টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যা ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর পরিপন্থী।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১, ধারা-২৭(ক) অনুযায়ী কোন ঋণ গ্রহীতা খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হলে উক্ত ঋণ গ্রহীতা এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে নতুন করে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না । কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন উপেক্ষা করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান তিনটির নামে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে বিপুল পরিমাণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণ হিসাবসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- অতিরিক্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত বিবিএ কর্পোরেট শাখার বন্ধকিকৃত সম্পত্তির বিপরীতে নতুন করে বিপুল অঙ্কের ঋণ প্রদান করা হয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে যথাক্রমে ৭.০০ কোটি টাকা ও ৯.০০ কোটি টাকা, ১৫.০০ কোটি টাকা মোট ৩১.০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি দেওয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে খেলাপি মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ লংঘন করে ঋণ মঞ্জুরি দেয়ায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,মেসার্স গ্লোব ক্যাবলস লিঃ এর ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত অনুযায়ী এক্সিম ব্যাংক লিঃ,এনসিসি ব্যাংক লিঃ,ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এবং ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত ঋণের ১৫% আদায় হয়েছে মর্মে NOC প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মিতভাবে

মঞ্জুরকৃত ঋণের মধ্যে অদ্যাবধি কত টাকা গ্রাহক পরিশোধ করেছেন তার প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৪।

শিরোনামঃ ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল এবং কালেকশনে প্রেরিত রপ্তানি বিলের মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৭৭,১৩,৯৮১ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলের টাকা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,০১,৫০,২৪৬ টাকা এবং কালেকশনে প্রেরিত রপ্তানি বিলের অর্থ প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ১,৭৫,৬৩,৭৩৫ টাকাসহ ব্যাংকের ক্ষতি মোট ২,৭৭,১৩,৯৮১ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।**
- চুক্তিপত্র নং-এ ১২০১১১০৬৭৭৬, তারিখ- ২৮-০৩-২০১১খ্রিঃ ১,২৪,৮৮০.০০ মার্কিন ডলার এর বিপরীতে শাখার গ্রাহক মেসার্স কে এস এস নীট কম্পোজিট লিঃ, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৯,৯০০ পিস রেডিমেট গার্মেন্টস রপ্তানি করে । গ্রাহকের অনুরোধ এবং স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে ১২৪৮৮০.০০ মার্কিন ডলার এর রপ্তানি বিল এ ব্যাংক ২১ দিন মেয়াদে ক্রয় করে । ক্রয়কৃত ডকুমেন্টস এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে ইস্যুয়িং ব্যাংক ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর ২৬-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন ত্রুটি যেমন- দেরিতে জাহাজীকরণ, এলসির মেয়াদোত্তীর্ণ, পরিদর্শন সার্টিফিকেট না থাকা, স্বাক্ষরবিহীন বিল অব ল্যাডিং, বাংলাদেশের চেম্বার অব কমার্স এর সনদপত্র না থাকা এবং সার্টিফিকেট অব অরিজিন না থাকার কারণে অপরিশোধিতভাবে ডকুমেন্টস ফেরত পাঠানো হয় । ফলে, রপ্তানি বিল প্রত্যাবাসনের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন পরও রপ্তানি বিল মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ১,২৪,৮৮০.০০ মার্কিন ডলার -এর সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় ১,০১,৫০,২৪৬ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।
- অনুরূপভাবে চুক্তিপত্র নং- ডিসিপিআরটি-৫২৩৯৮৯, তারিখঃ১৬-০৫-২০১১ মার্কিন ডলার ১৫৭৮৬০.০০, চুক্তিপত্র নং- এসটিকেআইএ-৪০০৪১৬৮১৩, তারিখঃ২১-০৪-২০১০ খ্রিঃ মার্কিন ডলার ৫১,৩৬০.০০ এবং চুক্তিপত্র নং- ০৩সিআর৩০৪২/৪০০৯০২,তারিখঃ২৮-১২-২০১০ খ্রিঃ ৬৮৬৯.২৮ মার্কিন ডলার মোট ২১৬০৮৯.২৮ মার্কিন ডলার এর বিপরীতে রেডিমেট গার্মেন্টস রপ্তানি করে গ্রাহকের অনুরোধে ০৩ (তিন) টি রপ্তানি বিল মূল্য প্রত্যাবাসন/কালেকশনের জন্য ইস্যুয়িং ব্যাংকে রপ্তানি ডকুমেন্টস প্রেরণ করা হয় । ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর ইস্যুয়িং ব্যাংক উপরে উল্লিখিত discrepancies- এর জন্য রপ্তানি মূল্য অপরিশোধিতভাবে ফেরত পাঠান । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ২,১৬,০৮৯/২৮ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রার ১,৭৫,৬৩,৭৩৫ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে ।
- গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন এ্যাক্ট-এর অধ্যায়-২২, ধারা-১৩ অনুযায়ী মালামাল জাহাজীকরণের ০৪ (চার) মাসের (অর্থাৎ ১২০ দিন) মধ্যে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন বাধ্যতামূলক। আলোচ্যক্ষেত্রে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সুদীর্ঘদিন পরও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের ব্যর্থতায় ১৯৪৭ সালের এফইআর এ্যাক্ট (Foreign Exchange Regulation) অনুযায়ী গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকান আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ।
- রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস সঠিক আছে কি-না তা যাচাই বাছাই না করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল ক্রয় এবং রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের জন্য কালেকশনে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে ।
- পরে কালেকশনে প্রেরিত ০১-০৯-২০১১, ০১-১১-২০১১, ৩১-০১-২০১২, ২৬-০১-২০১২ এবং ০৩-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে রপ্তানি বিল মূল্য ১,১৮,০৮,৪১২ টাকা প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলের মূল্য আদায় করে ব্যাংকের দায় হ্রাস করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের দায় সমন্বয়ের জন্য রপ্তানিকারকের নিকট জোর তাগিদ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল ক্রয় এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল কালেকশনে প্রেরণ করা হয়েছে
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিলের রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিদেশী ব্যাংকে সুইফট বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং রপ্তানিকারককে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। সংশ্লিষ্ট বিলের রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করণ অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্রয়কৃত বিলের সমুদয় টাকা আদায় করা ছাড়াও অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৫।

শিরোনামঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৬০,৫৬,৮৮২ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৬০,৫৬,৮৮২ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)**।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-জারাবো/আ:আ:বি:/কর-৭ /আয়কর বাজেট/২০১০, তারিখ:০১-০৮-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 53BB এবং 53BBBB ধারায় বর্ণিত নীট ওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরী টাওয়েল , গার্মেন্টস কার্টুন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, চামড়াজাত দ্রব্য, মোড়কজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার পূর্বের ০.২৫% এর স্থলে ০১-০৭-২০১০ খ্রি:তারিখ হতে ০.৫০% নির্ধারণ। পরবর্তী সময়ে এস আর ও নং-৩৪১ আইন/আয়কর/২০১০, তারিখ:১০-১০-২০১০ খ্রি:এর মাধ্যমে ০.৫০% এর স্থলে ১৫-১০-২০১০খ্রি: তারিখ হতে ০.৪০% নির্ধারণ এবং জারাবো/আ:আ:বি/কর-৭/০২/২০১১, তারিখ:১৭-০৭-২০১১খ্রি: এর মাধ্যমের ০.৪০% এর স্থলে ০.৬০% উৎসে আয়কর কর্তনের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক ও রপ্তানি মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে উৎস আয়কর কর্তন করা হলেও স্থানীয় রপ্তানি মূল্যের উপর কোন প্রকার উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। ফলে মেসার্স থার্মেক্স টেক্সটাইল মিলস লি: এর নিকট ১,৬৪,৪৬,৯৫৫.০৯ টাকা, মেসার্স গুলশান স্পিনিং মিলস লি: নিকট ৭৮,৮২,০২৬ টাকা এবং মেসার্স অলটেক্স ফেব্রিক্স এর নিকট ১৭,২৭,৯০১ টাকাসহ সর্বমোট ২,৬০,৫৬,৮৮২ টাকা উৎসে আয়কর কর্তন না করার সরকারের উল্লিখিত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-এসবিএল/আইটিএমডি/রপ্তানি/৪১৫, তারিখ:০১-০৩-২০১২ খ্রি: এর নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে স্থানীয় রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তন করা হলেও এর পূর্ব হতে অর্থাৎ ০১-০৭-২০১০ খ্রিঃ উৎসে আয়কর কর্তন করার নির্দেশনা থাকলেও কর্তন না করায় সরকারের উল্লিখিত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ পরিপালন না করে স্থানীয় রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের বিপুল অঙ্কের রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ Deemed Exporter হিসাবে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। সরাসরি Exporter হিসাবে Proceeds তাদের হিসাবে জমা হয় না। ০১-০৭-২০১১ খ্রি: তারিখ হতে Deemed Exporter এর ক্ষেত্রেও উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০১-০৮-২০১০খ্রি: তারিখের পত্রের মাধ্যমে ০১-০৭-২০১০ খ্রি: তারিখ হতে রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয় নি।
- উল্লিখিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপত্তিকৃত টাকা উৎসে আয়কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে। উৎসে আয়কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে স্থানীয় রপ্তানি মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬ ।

শিরোনাম: ভুয়া সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৭৭,৮৩,০৯৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ,স্থানীয় কার্যালয়,মতিঝিল,ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ভুয়া সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি **১,৭৭,৮৩,০৯৮** টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)**।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ডিজিটোন অডিও ভিজ্যুয়াল (প্রাঃ) লিঃ এর মালিক জনাব এস, এম, আরিফুল আজম (বাবু)কে নিউ বেইলী রোড, ঢাকা ভাড়াকৃত ভবনে একটি ডিজিটাল অডিও ভিডিও প্রডাকশন শিল্প ইউনিট নির্মাণের জন্য পত্র নং- স্থাকা/শিঋবি/৫১০, তারিখ: ১২-০৮-১৯৯৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩য় পক্ষের জামিনদার এবং ভুয়া সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রেখে প্রকল্প ঋণ হিসাবে ৯৬,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।
- বার বার তাগিদপত্র দেওয়ার পর গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় এবং কোন রকম সাড়া না পাওয়ায় তৃতীয় পক্ষীয় জামিনদার মিসেস আম্বিয়া খাতুনকে ঋণের ঢাকা পরিশোধের জন্য তাগাদা দেওয়া হলে তিনি জানান যে, ডিজিটোন অডিও ভিজ্যুয়াল (প্রাঃ) লিঃ নামে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা উহার মালিককে চিনেনা এবং কোন প্রকার জামিনদার ও সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়নি। শাখা কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে বন্ধীক সম্পত্তির যাবতীয় কাগজপত্র যাচাই না করে ভুয়া কাগজপত্রের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করত বিতরণ করা হয়েছে। হলফ নামায় মিসেস আম্বিয়া খাতুনের যে ছবি আছে তা সত্যায়িত নয়। তাছাড়া মর্টগেজ দলিলে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তার সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর নেই। অথচ মিসেস আম্বিয়া খাতুনের যাত্রাবাড়ীস্থ খতিয়ান নং- ২৬/১৫, দাগ নং-৪৭৭ এর ৩৭ শতাংশ জমির ভুয়া ৩য় পক্ষের কাগজপত্র বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভুয়া সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের উল্লিখিত অর্থ ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে বন্ধকি সম্পত্তির রেকর্ডপত্র যাচাই না করে ভুয়া সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, গ্রাহকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, জড়িত কর্মকর্তাদের ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রক্রীয়াধীন আছে। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে সমুদয় টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনামঃ প্রকল্প ঋণ হিসাব নিম্নমানে শ্রেণীকরণ করা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিলের দায় পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২,২২,১৫,৩৬৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্প ঋণ হিসাব নিম্নমানে শ্রেণীকরণ করা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিলের দায় পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২,২২,১৫,৩৬৮ টাকা।**(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)**।
- ১০০% রপ্তানিমুখী সুয়েটার প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য মেসার্স কামরান সুয়েটার লিঃ কে পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/উইং-১/কামরান সুয়েটার/১০৪৫, তারিখঃ০৭-০৬-২০০১ খ্রিঃএর মাধ্যমে ২,৬০,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নির্মাণ কাজ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন করে প্রকল্পটি ০৪-০৪-২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজীকরণে ব্যর্থ হওয়ায় ২০০২ এবং ২০০৩ সালে ১০ টি রপ্তানি এলসির বিপরীতে ১৩ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ০৮-০৪-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের গ্রাহকের হিসাবে ৭১,৫৮,৭০৬ টাকা ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়। গ্রাহক ফোসর্ড লোনের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০-০৬-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং-স্থাকা/শিঋবি/১৩০৯ এর মাধ্যমে পিসি, ফোসর্ড লোন ও এফবিপিএন দায়সহ মোট ১,০৬,১৮,৯৫৮ টাকা মার্চ/০৬ হতে আদায়যোগ্য পুনঃতফসিল করা হয়। ২০-০৬-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের দায়-দেনার প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প ঋণের কিস্তি খেলাপি হওয়ায় নিম্নমানে শ্রেণীকরণ করা সত্ত্বেও ২০০৬ সালে প্রকল্পের বিপরীতে বিপুল অংকের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন রপ্তানি/ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে । ফলে, প্রকল্প ফোর্সড লোন এবং পিসি ঋণের দায় মোট ১২,২২,১৫,৩৬৮ টাকা যা ব্যাংকের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- রপ্তানি ব্যর্থতায় ০৩-০৪-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ১৩-০৭-২০০৬, ২৫-০৭-২০০৬ ও ২৭-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পুনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- রপ্তানি ব্যর্থতা এবং লেন-দেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনপূর্বক পিসি ঋণ সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল্য দ্বারা ব্যাংকের পাওনা আবৃত(Coverage) না থাকায় ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ অনুযায়ী মামলা করা হবে। বর্তমানে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রকল্প ঋণ হিসাব নিম্নমানে শ্রেণীকরণ সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করার জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক পরিচালক বরাবর চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক ইতোমধ্যে ডাউনপেমেন্ট জমা দিয়ে সুদ মওকুফের জন্য আবেদন করেছেন, এর প্রেক্ষিতে ডাউনপেমেন্ট জমা দানের জন্য ব্যাংক কর্তৃক পত্র দেয়া হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনামঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন, ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি করে পিএডিসহ আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৪,১০,৫৪,৮৩২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন, ফোর্সড পিএডি (Payment Against Document) সৃষ্টি করে পিএডিসহ আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৪,১০,৫৪,৮৩২ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)**।
- ১০০% রপ্তানিমূখী কম্পোজিট নীট ওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য মেসার্স স্পিন এন ওয়েভ লিঃ এর মালিক ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ তারিকুল ইসলামকে ২২-০৩-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে মেশিনারি খাতে ৭১২.৮২ লক্ষ টাকাসহ ৯৭২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পত্র নং-৩৯৭, তারিখঃ ০৬-০৩-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫৯.৯৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ১০৩২.৫৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রকল্পের ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপনের জন্য পত্র নং- ১৬৮৪, তারিখঃ০২-১০-২০০৭ খ্রিঃএর মাধ্যমে অতিরিক্ত আরও ৫৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পুরকর্ম ও মেশিনারি স্থাপন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। ৪র্থ বার গ্রেস পিরিয়ড বৃদ্ধিসহ ১৮-০৭-২০০৯খ্রিঃ এবং ০৬-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরও গ্রাহকের অনুরোধে মেশিনারি আমদানির জন্য শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতায় ২০-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৪৯৫৫০০.০০ মার্কিন ডলার এর ০২ (দুই) টি ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমদানি মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি করে ১৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আমদানি মূল্য পরিশোধ করা হয়। ফলে, নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন, ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করায় পিএডি দায়সহ মোট ২৪,১০,৫৪,৮৩২ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুযোগ দিয়ে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী পুনঃতফসিলিকরণের ০১ (এক) বছরের মধ্যে গ্রাহককে নতুন করে কোন প্রকার অর্থায়ন করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ০৬-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ২০-০৯-২০১০ তারিখে মার্কিন ডলার ৪,৯৫,৫০০.০০-এর দুটি ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে-যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী।
- মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি দায় এবং প্রকল্প ঋণের কিস্তি খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক মামলা দায়েরের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ এবং একাধিকবার পুনঃতফসিল সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও নতুন করে মেশিনারি আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুযোগ দিয়ে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করার জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে দায়-দেনার বিপরীতে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে PDR Act. অনুযায়ী অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরপূর্বক

আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে PDR Act. অনুযায়ী অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ বন্ধকীকৃত সম্পত্তি/জামানতের মূল্য অপেক্ষা ব্যাংকের পাওনা বেশি, রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় প্রকল্প ঋণের দায়সহ ফোসর্ড লোন ও পিসি ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,৮০,৬১,৯৬২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বন্ধকীকৃত সম্পত্তি/জামানতের মূল্য অপেক্ষা ব্যাংকের পাওনা বেশি, রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় প্রকল্প ঋণের দায়সহ ফোসর্ড লোন ও পিসি (Packing Credit) ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,৮০,৬১,৯৬২ টাকা । **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঋ" তে প্রদর্শিত হলো)।**
- একটি ১০০% রপ্তানিমূখী কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস শিল্প ইউনিট নির্মাণের জন্য শাখার গ্রাহক মেসার্স জাগরণ টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ানকে পত্র নং- স্থাকা/শিঋবি/৩৯৩১, তারিখ: ১১-১২-২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৭ (সাত) বছর মেয়াদে ৭২৮.৫৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং ০৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ ৬.৩৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় । পরবর্তী সময়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পে ইটিপি (Effluent Treatment Plant) নির্মাণের জন্য ২৯-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ৭০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিসি (হাইপো) ৬০.০০ লক্ষ ও বিটিবি লিমিট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে রপ্তানি ব্যবসা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবসমূহ খেলাপী মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ে।
- গ্রাহক রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১৫-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণের আসল প্রচলিত হার সুদে ডিসেম্বর/০৯ আদায়যোগ্য । বিদ্যমান মেয়াদ ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ হতে ০৪ (চার) বছর ০৬ মাস বৃদ্ধি করে ৩০-১২-২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে এবং প্রকল্প ও অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণের ডিসেম্বর/০৮ পর্যন্ত আরোপিত অনাদায়ী সুদ ২৯২.৮৩ লক্ষ টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক ডিসেম্বর/০৯ হতে আদায়যোগ্য করে ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে, ব্যাংকে বন্ধকীতব্য জামানতের মূল্য ব্যাংকের পাওনা অপেক্ষা কম হওয়ায় এবং প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় প্রকল্প ফোসর্ড লোন এবং পিসি ঋণের দায়সহ ব্যাংকের ক্ষতি মোট ১৯,৮০,৬১,৯৬২ টাকা।
- ২০০৮ সালে ব্যাক টু ব্যাক এলসি-এর বিপরীতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মালামাল তৈরি করে জাহাজীকরণে ব্যর্থতায় মালামাল স্টক লটে পরিণত হয়। গ্রাহকের হিসাবে ব্যাংক ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়। তা সত্ত্বেও ২০০৯ সালে ২৯৪.৩২ লক্ষ টাকার ০৮ টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক সেই একই কারণে অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে জাহাজীকরণে ব্যর্থ হয় গ্রাহকের হিসাবে ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- গ্রাহক বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনপূর্বক বিটিবি এলসির বিপরীতে পিসি ঋণ সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও শর্তানুসারে ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পর ব্যাংক গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়েরের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২ ধারায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য পুনঃতফসিল প্রদান করা সত্ত্বেও শর্তানুসারে ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদন মোতাবেক ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ প্রস্তাব পরিচালনা পর্যদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয়

ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণের বকেয়া আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৮৭,৭০,২২০ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণের বকেয়া আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৮৭,৭০,২২০ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেখানো হলো)**।
- ওভেন ফেব্রিক্স ডাইং এবং ফিনিশিং শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য পত্র নং- স্থাকা/শিঋবি/ফাইভষ্টার/১১৬৪, তারিখঃ ১৪-৮-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স ফাইভ স্টার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর মালিক জনাব ক্যাপ্টেন (অবঃ) এমএ হাকিমকে ৯,৭৩,২০,০০০ টাকা (আইডিসিপিসহ) (Interest During Construction Period) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত কারণে সিএমআর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্র নং- স্থাকা/শিঋবি/৯৬৪, তারিখঃ ১৯-০৬-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ ৬০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয়। প্রকল্পের ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপনের জন্য ৮১,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উৎপাদনে যেতে না পারায় ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ১৪-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৮৬তম সভায় ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ এবং অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও ঋণের বকেয়া আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি (Banking Regulation and Policy Department) সার্কুলার নং- ০১, তারিখঃ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০% নগদে পরিশোধের পরই পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১৪১.৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৩০.০০ লক্ষ টাকা জমাপূর্বক ১১১.৭৭ লক্ষ টাকা বাকী রেখে পুনঃতফসিল করা হয়, যা উক্ত সার্কুলারের পরিপন্থী।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর হতে গ্রাহক অদ্যাবধি ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা জমা ব্যতীত আর কোন টাকা পরিশোধ না করায় উক্ত টাকা ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট ১১১.৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০.০০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। অবশিষ্ট ৯৭.৫৩ লক্ষ টাকা জুলাই/১২ হতে জুন/১৩ পর্যন্ত পরিশোধের সুযোগদানসহ পুনঃতফসিলকৃত ১ম কিস্তি জুলাই/১২ হতে পরিশোধের আবেদন জানিয়েছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লংঘন করে অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়ার জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়।১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক ১ম কিস্তির টাকা জুলাই/২০১২ এর স্থলে জুন/২০১৩ হতে পরিশোধের আবেদন করেছেন। খেলাপী দায় পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে অব্যাহতভাবে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। অনিয়মিতভাবে বারবার পুনঃতফসিলের সুবিধা দেয়ার পরও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ পরিশোধের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ১ম কিস্তির টাকা জুলাই/২০১২ এর স্থলে জুন/২০১৩ হতে পরিশোধের আবেদন আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে

বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা এবং সর্বশেষ সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯,৫২,৭৬,৪৬১ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা এবং সর্বশেষ সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯,৫২,৭৬,৪৬১ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট" -তে প্রদর্শিত হলো।)**
- শাখার গ্রাহক মেসার্স হারিছ টেক্সটাইল এন্ড সাইজিং লিঃ কে ১০০% রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল উইভিং/গ্রে:ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য পত্র নং- স্থাকা/আইসিডি/১৬৩৭, তারিখ:১৭-০৫-২০০১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫০ঃ ৫০ অনুপাতে ৪৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় । প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৭৭৬তম সভায় চলতি মূলধন ঋণ ১.০০ কোটি টাকা (প্লেজ-৬০.০০লক্ষ + হাইপো-৪০.০০ লক্ষ টাকা) মঞ্জুরি দওয়া হয়। পরবর্তীকালীন ৩০-১২-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৮১৭তম সভায় বিদ্যমান ক্যাশ ক্রেডিট (সিসি) ঋণ সীমা শুধুমাত্র হাইপোথিকেশন ভিত্তিতে ৩১-১২-২০০৪ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন/মঞ্জুরি দেওয়া হয়। উক্ত মেয়াদের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ২৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদে ৮৮২তম সভার প্রকল্প ঋণের সুদ ১১৯.৬১ লক্ষ টাকা সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক মার্চ/০৬ হতে আদায়যোগ্য করে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে এবং প্রকল্প ঋণের মূল বকেয়া প্রচলিত হার সুদে মার্চ/০৩ হতে ত্রৈমাসিক ৩৩ কিস্তিতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। সিসি ঋণ হিসাব প্রচলিত শর্তে ৩০-০৯-২০০৬, ৩০-১২-২০০৬ এবং ৩১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। অনুরূপভাবে ঋণের বকেয়া আদায় না হওয়ায় ০৭-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যমান ঋণ হিসাবসমূহ পরিচালনা পর্ষদের ৯৫৫তম সভায় ডিসেম্বর/২০০৭ হতে ২১টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়।
- পরিচালনা পর্ষদের ০৮-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১২৫তম সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/৪৭৭, তারিখ-১৫-০৩-২০০৯ খ্রিঃএর প্রকল্প ও সিসি ঋণ হিসাবে খেলাপি পরবর্তী আরোপিত সাধারণ সুদ ১০০% বাবদ ১,০৭,৬০,২৬৪ (প্রকল্প: ৯৪,১৪,৪৮১ + সিসি: ১৩,৪৫,৭৮৩) টাকা এবং অনারোপিত সুদ ১০০% বাবদ ৯৮,৯১,০৮৪ (প্রকল্প: ৭৪,৮৬,৩৫৩ + সিসি: ২৪,০৪,৭৩১) টাকা সর্বমোট= ২০৬,৫১,৩৪৮ (১,০৭,৬০,২৬৪+ ৯৮,৯১,০৮৪) টাকা মওকুফ করে। মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য আসল ৫,৩৩,৯২,৮১১ (৪,০১,৮৫,০০০+ ৯৯,৯৯,৫৪৩) টাকা প্রযোজ্য হারে সুদে মার্চ/১১ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য করে ০৮(আট) বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে কিস্তি পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হয়। ফলে বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা এবং সর্বশেষ সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯,৫২,৭৬,৪৬১ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ:১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি খেলাপির ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০% নগদে ডাউন পেমেন্ট হিসাবে জমা পরিশোধের পরই পুনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বারবার উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিলপূর্বক গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি।
- ব্যাংকের পাওনা জামানতের মূল্য দ্বারা আবৃত (Coverage) না থাকায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে বিভিন্ন সময়ে মৌখিকভাবে এবং পত্রের মাধ্যমে তাগাদা প্রদান করা হয়। পাওনা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, অনিয়মিতভাবে বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা এবং সর্বশেষ সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও ব্যাংকের পাওনা আদায় না হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে শীঘ্রই অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম: ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা যাচাই না করে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরি প্রদান এবং সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায়বৃদ্ধি করায় ক্ষতি ১৪,০২,৪২,৫৩৯ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা যাচাই না করে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরি প্রদান এবং সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায়বৃদ্ধি করায় ক্ষতি ১৪,০২,৪২,৫৩৯ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেখানো হলো)**।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স শিকল টেক্সটাইল লিঃ কে ১০০% উৎপাদনমুখী টেক্সটাইলস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/উইং-১/শিকল/১৭২৬, তারিখ: ১৬-০৯-২০০১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪২৮.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নির্মাণকাজ শেষ করে ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করে প্রকল্পটি ১১-১১-২০০২খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে । কিন্তু গ্রাহক অর্থ সংকটে কাঁচামাল আমদানি করে ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারায় গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্র নং- ১০৬০, তারিখ- ০১-০৩-২০০৬ খ্রি:তারিখে চলতি মূলধন সিসি (হাইপো) (Cash Credit Hypothecation) ঋণ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ০১(এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক শুরু হতে সঠিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যবসা করতে না পেরে প্রকল্প ও সিসি ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১৩-১০-২০০৪, ২৪-০২-২০০৮ এবং ১১-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পরে পুনঃতফসিলের বিশেষ শর্তাবলীর (গ) মোতাবেক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। গ্রাহককে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা যাচাই না করে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিলের দায় পরিশোধ করায় ফোর্সড লোন ও প্রকল্প ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,০২,৪২,৫৩৯ টাকা।
- রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য দ্বারা ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি পোশাক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল পরিশোধ করা হলেও স্টক লটকৃত মালামাল রপ্তানি/বিক্রয় করে ফোর্সড লোন হিসাব সমন্বয় করা হয়নি।
- বারবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০১ লংঘন করে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- প্রকল্প ঋণ, সিসি এবং ফোর্সড লোনের দায়সমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়নি।
- ব্যাংকে বন্ধকীকৃত জামানতের মূল্য দ্বারা ব্যাংকের পাওনা আবৃত (Coverage) না থাকায় উল্লিখিত টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য গ্রাহককে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য মামলা প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, ঋণ হিসাবসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। অতিসত্বর মামলা দায়ের করা হবে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে ঋণ মঞ্জুর, অনুমোদন ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম: বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮,৪৮,৮৪,১৭৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোসর্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮,৪৮,৮৪,১৭৩ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)**।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স স্টেজ টু নীটিং এ্যাপারেলস লিঃ এর অনুরোধে ২০১০ এবং ২০১১ সালের বিভিন্ন তারিখে শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতাবলে বিভিন্ন রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয় । রপ্তানি এলসি নং ডিসিএমটিএন-৫-২১১৪৮, তারিখঃ০৭-০১-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০.৯৫ লক্ষ মার্কিন ডলার এর বিপরীতে ৮.১৯ লক্ষ মার্কিন ডলার এর ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয় । নির্দিষ্ট সময়সীমায় মাত্র ৩.৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের মালামাল রপ্তানি করতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট ৭.১৫ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের মালামাল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় মালামাল স্টক লটে পরিণত হয়। ফলে, গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করা হয়।
- উল্লিখিত রপ্তানি এলসির বিপরীতে স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে আমদানিতব্য পণ্য দ্বারা পোশাক তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি এলসি নং- ডিসিওসিবি ৮৫২১৭৩, তারিখ: ১১-০৬-২০১০ খ্রিঃ এবং রপ্তানি এলসি নং- এএএক্সএলসিকে (AAXLCK) ৪৮০৪৯২, তারিখ: ১৪-০১-২০১১ খ্রিঃ-এর বিপরীতে বিপুল অঙ্কের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে । কিন্তু সময়মত জাহাজীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে । এক্ষেত্রে, বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি ব্যর্থতার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করায় ব্যাংকের ৮,৪৮,৮৪,১৭৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- রপ্তানি এলসি নং- ডিসিওসিবি (DCOCB) ৮৫২১৭৩, তারিখ:১১-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মেয়াদ জাহাজীকরণের শেষ তারিখ যথাক্রমে ১০-১১-২০১০ খ্রিঃ এবং ৩১-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে উক্ত রপ্তানি এলসির বিপরীতে ১১-১১-২০১০, ১৫-১২-২০১০ এবং ২২-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিপুল অঙ্কের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে যা পরবর্তীকালে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দায় আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয় । কারণ, বারবার রপ্তানি ব্যর্থতা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। অতিসত্বর মামলা দায়ের করা হবে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে ঋণ মঞ্জুর ও, অনুমোদন ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম: প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে নতুন করে বিএমআরই ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং টাকা আদায় হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৮২,২৪,৯৫২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে নতুন করে বিএমআরই (Balancing, Modernization.Rehabilitation and Expansion) ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং টাকা আদায় হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৮২,২৪,৯৫২ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেখানো হলো)**।
- ডাইং টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পে ব্যবহারের জন্য আলট্রা মেরিন ব্লু তৈরি কারখানা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য শাখার গ্রাহক মেসার্স কেএনএন কেমিক্যাল ইন্ডাঃ লিঃ এর মালিক বেগম নাজমা পারভীনকে পত্র নং-স্থাকা/শিঋবি/১৩০৮, তারিখ- ১৭-০৭-২০০৫ খ্রিঃএর মাধ্যমে ১৫ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৭ (সাত) বছর মেয়াদে ২৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৬০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) (Cash Credit Hypothecation) ঋণ ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন এবং প্রকল্প ঋণের মেয়াদ বিদ্যমান ১০-০৭-২০১২ খ্রিঃ হতে ৫ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ১০-০৭-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত উন্নীত করে মার্চ/২০১১ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের চাহিদার প্রেক্ষিতে পত্র নং স্থাকা/শিঋবি/১৭৪৮, তারিখ: ৩০-০৯-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিএমআরই প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু মঞ্জুরীপত্রের পরিশোধ পদ্ধতি অনুসারে প্রকল্পের বিএমআরই প্রকল্প ঋণ এবং সিসি ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবসমূহ ইতিমধ্যে নিম্নমানে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ফলে, প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে বিএমআরই প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করত: বিতরণ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- গ্রাহক সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরপূর্বক বিতরণ করে ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়েছে। কিস্তি খেলাপি হলে নতুন করে ঋণ সুবিধা দেয়ার সুযোগ নেই।
- সিসি ঋণের লেনদেন/টার্নওভার সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক ২১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সিসি ঋণ সীমা ৬০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৮০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে নিম্নমানে শ্রেণীকরণ (SS) করা হয়েছে।
- জামানত হিসেবে বিসিক শিল্প নগরী, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ-এ ৫.০০ লক্ষ টাকা জমি বন্ধক রেখে ২৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে জমি ও মেশিনারির মূল্য দ্বারা ব্যাংকের পাওনা আবৃত না থাকায় উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরির জন্য অতিরিক্ত কোন জামানতও গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে উৎকৃষ্ট মানের আলট্রা মেরিন ব্লু তৈরি করে বাজারজাত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য অপরিহার্য এপিসি (Air Pollution Control) System সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য বিএমআরই ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে বিএমআরই মঞ্জুরি দেয়া হয়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। অতিসত্বর মামলা দায়ের করা হবে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে ঋণ মঞ্জুর, অনুমোদন ও বিতরণকারী

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনামঃ ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় এবং পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৯৩,৮১,৬৩৯ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করায় এবং পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৯৩,৮১,৬৩৯ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেখানো হলো)**।
- ১০০% রপ্তানিমূখী গার্মেন্টস -এর জন্য ওভেন লেবেল উৎপাদনকারী শিল্প প্রকল্প স্থাপনের জন্য মেসার্স ল্যান্ড নীট ওয়্যার লিঃ এর মালিক জনাব আবুদল আলীমকে পত্র নং স্থাকা/শিঋবি/৮৫২, তারিখ ০১-০৬-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩,৭৪,০০,০০০ (আইডিসিপিসহ) (Interest During Construction Period) টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের দীর্ঘ ০৩ (তিন) বছর পর ০৮-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। নগদ টাকা এবং কাঁচামালের অভাবে প্রকল্পটি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পত্র নং স্থাকা/শিঋবি/১৭৯২, তারিখঃ ০৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৫০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাইপো) (Cash Credit Hypothecation) ঋণ মঞ্জুর করে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর গ্রাহক ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ করে দেয়। ফলে, লেনদেন বন্ধ এবং ব্যাংকের পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতি ৫,৯৩,৮১,৬৩৯ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ লংঘন করে ডাউনপেমেন্ট জমা ব্যতীত ১৬-০৯-২০০৯ এবং ২৯-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবটি পুনঃতফসিল করা হয়।
- পুনঃতফসিলের মাধ্যমে দুবার কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলেও কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ২৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন সিসি (হাইপো) ৫০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল বাতিল করত গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, খেলাপি কিস্তি পরিশোধের জন্য অব্যাহত তাগাদা প্রদান করা হচ্ছে। পাওনা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পরও কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সিসি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে ঋণ মঞ্জুর, অনুমোদন ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম: চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের যোগাযোগ বন্ধ এবং কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৮৩,২৪,০৪৭ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০ এবং ২০১১খ্রি: সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রি: হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের যোগাযোগ বন্ধ এবং কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৮৩,২৪,০৪৭ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত" তে দেখানো হলো)**।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্যাংসান প্লাষ্টিক ইন্ডা: লি: এর মালিক জনাব মো: মিজানুর রহমানকে রিসাইকেল পলিস্টার ফাইবার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য পত্র নং- স্থাকা/শিপ্রঅভি/৩৪০৯, তারিখ:১৭-১২-২০০৯ খ্রি: এর মাধ্যমে ৪১২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি দেওয়া হয়। নির্মাণ কাজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শেষ করে প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅভি/৪৫৪, তারিখ: ১৫-০৩-২০১১ খি: এর মাধ্যমে চলতি মূলধন ঋণ ৩.০০ কোটি টাকা, সিসি (হাইপো) ৭৫.০০ লক্ষ টাকা, এলসি লিমিট ১.৭৫ কোটি (০.৭৫ কোটি টাকার এলটিআরসহ) এবং আইএলসি (Inland Letter of Credit) ঋণ সীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দেওয়া হয়। চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার পর ব্যাংকের সাথে গ্রাহক যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ফলে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৮৩,২৪,০৪৭ টাকা।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে ঋণ বিতরণের ১৫তম মাস হতে ঋণ পরিশোধের শর্ত থাকলেও অদ্যাবধি গ্রাহক ঋণের কোন টাকা/কিস্তি পরিশোধ করেনি। ইতোমধ্যে প্রকল্প ঋণ হিসাব নিম্নমানে শ্রেণীকরণ (SS) করা হয়েছে।
- তৈরি পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন সিসি ঋণের টাকা পরিশোধের শর্ত থাকলেও সিসি হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধ/আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- আইএলসি লিমিট অপেক্ষা ডেফার্ড পেমেন্ট ভিত্তিতে অতিরিক্ত ২টি অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণদ্বয়ের বিলমূল্য পরিশোধের ০৬-০৮-২০১১ এবং ০৯-০৯-২০১১ খ্রি: তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক পরিশোধ করেনি।
- বারবার লিখিত তাগিদপত্র দেওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বিলমূল্য পরিশোধ না করার পরেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাব এসএমএ (Special Mention Account) মানের শ্রেণীমান করা হয়েছে । হিসাবদ্বয় নিয়মিত করার জন্য শাখা হতে তাগাদা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার পর ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনামঃ রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ দেওয়ায় পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি এবং বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৩,৬৩,৮৪,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ দেওয়ায় পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি এবং বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৩,৬৩,৮৪,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)**।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ইশরাত এ্যাপারেলস লিমিটেডকে ১০০% রপ্তানিমূখী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য পত্র নং এসবি/রমনা/শিঋবি/ইশরাত/৩৫০, তারিখঃ০৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৬২৪.১০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্র নং-এসবি/রমনা/শিঋবি/ইশরাত/ ৪২৬, তারিখঃ ০৬-১০-২০০৮ খ্রিঃএর মাধ্যমে ২১৪.৯৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার জন্য ২০০৮ সালে বিটিবি (Back to Back) লিমিট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং পিসি ৬০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। সর্বশেষ পত্র নং - প্রকা/আইটিএফডি/ইশরাত/১৪৩৮, তারিখ ২৯-০৫-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিটিবি লিমিট ১ কোটি টাকা এবং পিসি ১ কোটি টাকায় উন্নীতসহ নবায়ন করা হয়। ২০০৮ সালের বিভিন্ন তারিখে রপ্তানি এলসির বিপরীতে রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোসর্ড লোন ৩৫১.৬৬ লক্ষ টাকা ৩০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে ০৬-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল করা হয়। পুন তফসিলের শর্তানুসারে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও শাখা প্রধান নতুন করে বিটিবি এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করে। রপ্তানি ব্যর্থতায় ২০০৯ সালে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ৫৯০.৫৫ লক্ষ টাকা জানুয়ারি/২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ করে ১৯-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল করা হয়। পূর্বের বিপুল পরিমাণ ফোর্সড লোনের অনিয়মিত দায় রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টকলটকৃত মালামাল মজুদ না থাকা সত্ত্বেও ৫টি ক্রটিপূর্ণ রপ্তানি এলসির বিপরীতে বিটিবি এলসি স্থাপন রপ্তানি ব্যর্থতায় নতুন করে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়। ফলে রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরও বকেয়া আদায়ে ব্যর্থতা, নতুন বিটিবি এলসি স্হাপন, প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় প্রকল্প ফোর্সড এবং সিসি ঋণের অর্থ বকেয়াসহ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের মোট ২৩,৬৩,৮৪,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে বিটিবি এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- রপ্তানি এলসি নং DCHKH-78955,তারিখঃ১৯-০১-১৯৯৮ খ্রিঃ এর জাহাজীকরণের শেষ তারিখঃ ২৫-০৩-২০০৯ খ্রিঃ অথচ জাহাজীকরণের তারিখ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও অর্থাৎ ২০-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৬টি বিটিবি এলসি স্থাপন করা হয়েছে। যা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- পুর্বের বিপুল পরিমাণ দায়, অনিয়মিত কিস্তি, বারবার রপ্তানি ব্যর্থতার স্টকলটকৃত মালামাল মজুদ না থাকা সত্ত্বেও ক্রটিপূর্ণ রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- স্টকলটকৃত মালামাল ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নতুন করে বিটিবি এলসি স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- জামানতের চেয়ে ব্যাংকের দায় বেশি এবং প্রকল্প বন্ধ থাকায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত, যা ব্যাংকের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের দায় পরিশোধের জন্য ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই লিগ্যাল নোটিশ প্রদানসহ ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতা সত্ত্বেও ক্রটিপূর্ণ রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেওয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৮।

শিরোনাম ঃ ভুয়া ঋণপত্রের বিপরীতে ভুয়া রপ্তানি বিল ক্রয় এবং ভুয়া রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,০৪,৭৩,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা -এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ভুয়া ঋণপত্রের বিপরীতে ভুয়া রপ্তানি বিল ক্রয় এবং ভুয়া রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,০৪,৭৩,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "দ" তে দেখানো হলো)।**
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ইউকেএন এ্যাপারেলস লিঃ এর নিকট হতে শাখা কর্তৃক ভুয়া রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ভুয়া রপ্তানি বিল নং এফবিপি/এসলপি/এসজিটি/০৮/২৫৮, তারিখঃ ২৩-০৬-২০০৮ খ্রিঃ এবং ০৮/২৭৯, তারিখঃ ০৭-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে ২,৮২,২৭,২৬৪ টাকার ২ (দুই) টি ভুয়া বিল ক্রয় করে রপ্তানি ঋণপত্রের ভুয়া ব্যাক টু ব্যাক এলসির একসেপটেড বিল পরিশোধ করে ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়েছে ।
- ঋণপত্র ইস্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে শাখা কর্তৃক ভুয়া রপ্তানি এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনপূর্বক মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতায় গ্রাহকের হিসাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে সান্ড্রি ডিপোজিট হিসাবে রক্ষিত টাকা দ্বারা ব্যাক টু ব্যাক এলসি মূল্য পরিশোধ করে ২,৮৭,৪৩,০০০ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়েছে। ফলে এফবিপিএন (Foreign Bill Purchase Negotiation) দায়সহ ব্যাংকের মোট (২,৬৪,০৫,০০০ + ২,৪০,৬৮,০০০) = ৫,০৪,৭৩,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- রপ্তানি এলসি ইস্যুর ব্যাপারে শাখা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত না হয়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি এলসির জাহাজীকরণ সম্পর্কে যথাযথ তদারকি না করায় এবং মালামালের উপর শাখার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে অনিয়মিতভাবে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়েছে ।
- ০৭-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, শাখা কর্তৃপক্ষ রপ্তানি ডকুমেন্ট যাচাই না করে ত্রুটিপূর্ণ ভুয়া রপ্তানি বিল ক্রয় করে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসেবে সংঘটিত অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শাখার সাবেক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারকে সাময়িক বরখাস্ত এবং অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন সাজা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শাখা কর্তৃপক্ষ রপ্তানি ডকুমেন্ট সঠিকভাবে যাচাই না করে ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়েছে ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেওয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, এফবিপিএন হিসাবে কোন টাকা জমা না হওয়ায় বকেয়া কিস্তি ৩৫৮.৫২ লক্ষ টাকা কুমানে শ্রেণীকৃত করা হয়েছে। পুনঃতফসিলকৃত ফোর্সড লোনের বকেয়া স্থিতি ৩.২৪ কোটি টাকা নিম্নমানে শ্রেণীকৃত (SS) করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনামঃ বিতরণকৃত অর্থ প্রকল্পে সঠিকভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১,৪৯,৯৬,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিতরণকৃত অর্থ প্রকল্পে সঠিকভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১,৪৯,৯৬,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ধ " দেখানো হলো)।**
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, নরসিংদী শাখার গ্রাহক মেসার্স ভিক্টোরী ক্যাবলস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে বিভিন্ন গ্রেডের ডমেস্টিকস ও পাওয়ার ইলেকট্রিকস ক্যাবলস্ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য ৫০ ঃ ৫০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১০(দশ) বছর মেয়াদে ৯,৯৩,২১,০০০ টাকা মঞ্জুর করত ৮,৫৪,৩২,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ছিল যে, ঋণ অনুমোদনের মাস হতে ১২ মাস অর্থাৎ ১(এক) বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে হবে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়া এবং বিতরণকৃত পুরকর্মে ও মেশিনারি খাতে অর্থ প্রকল্পে সঠিকভাবে ব্যবহার না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১,৪৯,৯৬,০০০ টাকা।
- প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ এবং সময়মত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণের মেয়াদ ১০(দশ) বছর অপরিবর্তিত রেখে গ্রেস পিরিয়ড ৩০ মাস থেকে আরো ১০ মাস বৃদ্ধি করে ৪০ মাস উন্নীত করে ২০-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি/ভিক্টোরী ক্যাবলস/১৪৭৯ এর মাধ্যমে পুনঃতফসিল করা হয়।
- সোনালী ব্যাংকের ঋণ দান নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী একজন ঋণ গ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ৪২ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহককে পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি-২/ভিক্টোরী ক্যাবলস/৮৭৩, তারিখ: ২৯-০৯-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রেস পিরিয়ড ৪০ মাস থেকে ১২ মাস বৃদ্ধি করে ৫২ মাসে উন্নীত করা হয়। ঋণের কিস্তি ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য করে ২০২০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করে পুনঃতফসিল করা হয়।
- ১৫-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পুরপ্রকৌশলী তার প্রতিবেদনে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে আংশিক পুরকর্ম কাজের উল্লেখ করেন এবং যন্ত্র প্রকৌশলী প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পে মূল্যবান বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ৮ (আট) টি এবং স্থানীয় যন্ত্রপাতি ৮ (আট) টি আইটেম অনুমোদিত দরপত্র অনুযায়ী প্রকল্পে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতির নামও অস্পষ্ট। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরকর্ম ও মেশিনারীজ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিভাগীয় প্রকৌশলীদ্বয় কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন ভিত্তিক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে আংশিক পুরকর্ম কাজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ ০২-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ৩০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের অসম্পন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করবে মর্মে ঋণ গ্রহীতা অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিতরণকৃত অর্থ প্রকল্প কাজে বিনিয়োগ না করা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ১৪-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোকপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৭—

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ মেয়াদোত্তীর্ণের পরও নতুন করে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,৩৯,০৭,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ এবং ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেয়াদোত্তীর্ণের পরও নতুন করে এলটিআর (Loan Against Trust Receipts) ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,৩৯,০৭,০০০ টাকা।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স এ. কে. এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-কে খাদ্যদ্রব্য গম আমদানির জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পত্র নং সোঃব্যাঃ/প্রকা/আইটিএফডি/ আমদানি /একেএন্টাঃ/২২১, তারিখঃ ১৭-০২-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এলসি লিমিট ১০০.০০ কোটি টাকা (বৈদেশিক/স্থানীয়) এর মধ্যে ৮০.০০ কোটি টাকা স্থানীয় ৩০ দিন এবং বৈদেশিক ১২০ দিন মেয়াদে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখা কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নির্বাচন না করে এক অসাধু ব্যবসায়ীকে এলটিআর ঋণ প্রদান করে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। মেয়াদোত্তীর্ণের পরও গ্রাহককে নতুন করে আমদানি এলসির বিপরীতে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,৩৯,০৭,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ন" তে দেখানো হলো)**।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর ঋণের দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে এলটিআর ঋণের দায় সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানি এলসি নং- ০৩৪২১১৯৯০০৪১ এর বিপরীতে ৩০ দিন মেয়াদে ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৬,০০,০৩,০০০ টাকা এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়। যার মেয়াদ ২৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বকেয়া ১২,৫১,৮৫,০০০ টাকা থাকা সত্ত্বেও ২৫-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৫,৯৮,৭৩,০০০ টাকা এবং ২৬-১০-১১ খ্রিঃ তারিখে ১৬,০১,১৮,০০০ টাকার এলটিআর ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে।
- মঞ্জুরিপত্রের সহায়ক জামানতের (ঘ) শর্তানুসারে এলটিআর ঋণসীমার সমপরিমাণ অর্থের অগ্রিম চেক ব্যাংকে জমা রাখার কথা বলা হলেও সমপরিমাণ অর্থের অগ্রিম চেক ব্যাংকে জমা ব্যতীত এলটিআর ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের অন্যান্য শর্তাবলীর ৮নং শর্তানুযায়ী আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এলটিআর হিসাবে মূল্য জমা হওয়ার বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ব্যাংক যথাযথভাবে আমদানি-কার্যক্রম মনিটরিং না করায় আমদানিতব্য খাদ্য গ্রাহক বিক্রয় করা সত্ত্বেও এলটিআর হিসাবের ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। যা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত।
- বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়ী যার লেনদেন সন্তোষজনক – এমন ব্যবসায়ীকে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদানের নিয়ম। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে এক অসাধু ব্যবসায়ীকে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকার এফডিআর লিয়েন রেখে বিপুল পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদান করে ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক পর্যায়ক্রমে তার হিসাবে সৃষ্ট ওভারডিউ এলটিআর দায় সমন্বয় করেছে এবং সহসা সকল ওভারডিউ এলটিআর দায় সমন্বয় করা সম্ভবপর হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ, মেয়াদোত্তীর্ণের পরও নতুন করে এলটিআর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ওভারডিউ এলটিআর দায় সমন্বয়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়।১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক পুনরায় ২৭-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ০১ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিলের আবেদন করেছেন। কিন্তু শাখা হতে ১৫ দিনের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম ঃ গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সমুদয় ঋণ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যর্থ ও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ৪৮,০১,৩৩,৪৩৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখার ২০০২ হতে ২০১০ সালের হিসাব ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স রোকেয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ঋণের নথি, হিসাব বিবরণী, লেজার কার্ড হতে দেখা যায় যে,

- ১৯৮৫ সাল হতে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সমুদয় ঋণ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যর্থ ও বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৮,০১,৩৩,৪৩৯ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "প" তে দেখানো হলো)**।
- ১৯৮৫ সালে প্রথমে ৩৫.৬৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ; ১৯৮৬ তে ৫.১১ লক্ষ অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ; ১৯৮৭ সালে ৮.৫০ লক্ষ সিসি ঋণ; ১৯৯৫ সালে ৫০% সুদ মওকুফ ও পুনঃ তফসিল; ২৩০.০৯ লক্ষ টাকা বিএমআরই ঋণ, নতুন করে ৮.৫০ লক্ষ টাকার সিসি ঋণ; ১৯৯৭ সালে পুনঃ তফসিল; সিসি ঋণ ১০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিকরণ; ১৫০.০০ লক্ষ আইএলসি লিমিট; ৫০.০০ লক্ষ এফবিপিএন লিমিট; ১৯৯৮ এ ১৬৬.৬৮ লক্ষ টাকার পুনঃ বিএমআরই ঋণ; ১৯৯৮ সালে বিদ্যমান সিসি লিমিট ২৫০.০০ লক্ষ; ১৯৯৯ সালে সিসি ৪০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিকরণ; ২০০০ সালে সিসি ৪৭৫.০০ লক্ষ বৃদ্ধি; ২০০১ সালে সকল ঋণ পুনঃ তফসিল; ২০০২ সালেও পুনঃ তফসিল; ২০০৩ সালে ২৪.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার এর ঋণপত্র স্থাপন; ২০০৫ সালে সিসি ঋণ ৯০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি; ২০০৭ সালে সিসি ঋণের আরোপিত সুদ ৩১৪.৫০ লক্ষ টাকা সুদবিহীন ব্লকে স্থানান্তর এবং ২৪৭৬.২৩ লক্ষ টাকার সৃষ্ট পিএডি ঋণকে প্রকল্প ঋণের রূপান্তর করা; ২০০৭ সালে পুনঃ তফসিলকরণ (প্রকল্প ঋণ) এবং সিসি ঋণের সীমাতিরিক্ত ৬৬.১০ লক্ষ টাকা সুদবিহীন ব্লকে স্থানান্তর এবং সর্বশেষ বিদ্যমান সিসি ঋণ সীমা ৯.০০ কোটি টাকা হতে ১২.০০ কোটিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- উপর্যুক্ত যাবতীয় সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উৎপাদনে কখনও যায়নি। ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৫০ টি লুমের মধ্যে মাত্র ১৫/২০টি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যগুলো কোনদিন চালু হয়নি, যার মধ্যে অধিকাংশই মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া অধিকাংশ সময়ই মিলটি বন্ধ অবস্থায় দেখা যায়।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ভিজিল্যান্স এন্ড কন্ট্রোল ডিভিশন ১২ হতে ১৪-০৭-২০০৯ তারিখের প্রতিবেদনে বলা হয় প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি না পেয়ে বারবার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠানটি Debt servicing ক্ষমতা হারিয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় ০৯-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে মঞ্জুরিকৃত বর্ধিত ৩.০০ কোটি টাকার ঋণসীমা নবায়নের প্রস্তাব বিবেচনার কারণে ঋণের দায় আরো বৃদ্ধির অপচেষ্টা করা হচ্ছে।
- ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে অপ্রতুল জামানত রয়েছে যা বিক্রয় করে ঋণের টাকা আদৌ আদায় সম্ভব নয় জেনেও কর্তৃপক্ষ বারংবার গ্রাহককে ঋণ সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪৮.০৯ কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে জামানতের মূল্য মাত্র ২১.১৭ কোটি টাকা যা ক্রমান্বয়ে আরো ঋণাত্মক হচ্ছে।
- গ্রাহকের কোন ডাইং এন্ড ফিনিশিং ইউনিট নেই বিধায় তাঁরা নিজেদেরকে ডিমান্ড (Demand) রপ্তানিকারক হিসেবে পরিচয় দিলেও ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের জিএম অফিসের প্রতিবেদনে বিগত সময়ের রপ্তানি/ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কোন প্রমাণক না পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে ডাইং এন্ড ফিনিশিং ইউনিট না থাকা এবং রপ্তানিকারক না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের একের পর এক ঋণ সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের বিশাল দায় সৃষ্টির কারণ স্পষ্ট নয়।
- ঋণের টাকা অনাদায়ে ব্যর্থতায় প্রধান কার্যালয় হতে ০৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ অদ্যাবধি পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবগুলি বারংবার পুনঃতফসিল করা হলেও ১৯৮৫ সাল হতে এ পর্যন্ত ২৪ বৎসরে মাত্র ৭.৬২ কোটি টাকা গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে যা মূল ঋণের ২ মাসের সুদের কাছাকাছি।
- ব্যাংকের বিধি মোতাবেক গ্রাহকের ঋণ নবায়নের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ৬৫৪.১৭ লক্ষ টাকায় ডাউন পেমেন্টের স্থলে মাত্র ১২.৮০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট প্রদান করা হয়েছে, ফলে ঋণ হিসাব নবায়নযোগ্য নয়।
- মূলত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা ও তদারকির অভাবে ঋণ হিসাবের অর্থ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বিশাল দায়ে পরিণত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ২০১১ সালে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৮৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তি উত্থাপনের পরে কোন টাকা আদায় হয়নি। ব্যাংকের অর্থ সত্বর আদায় করা আবশ্যক ছিল এবং টাকা আদায়ের দায়িত্ব শাখার ওপরই বর্তায়।
- উল্লিখিত পাওনা আদায় না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২২।

শিরোনাম ঃ খেলাপি গ্রাহকের প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০০৫ সালে ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে বিশাল অঙ্কের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি অদ্যাবধি প্রকল্পে স্থাপন না করে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৭,৬০,৭৬,৩৪৫ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখার ২০০২ হতে ২০১০ সালের হিসাব ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণের নথি ও ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- খেলাপি গ্রাহকের প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০০৫ সালে ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত বিশাল অংকের যন্ত্রপাতি অদ্যাবধি প্রকল্পে স্থাপন না করে গুদামে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ২৭,৬০,৭৬,৩৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে । **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ফ" তে দেখানো হলো)**।
- মেসার্স সানবীম টেক্সটাইল মিলস লিঃ একটি বিশাল অংকের ঋণ খেলাপি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও একই গ্রাহকের প্রস্তাবিত মেসার্স সানবীম ডেনিস লিঃ এর বিপরীতে ২০০৫ সালে ও ২০০৭ সালে ৩টি ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে ২২,২২,৪৫,১৪০ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করে প্রকল্পে স্থাপন না করে সার গুদামে ও বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। যা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ধীরে ধীরে স্ক্র্যাপে পরিণত হচ্ছে।
- ২০০৫ সালে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি। ডেফার্ড এলসির বিপরীতে এই শাখায় অদ্যাবধি কোন দলিল সম্পাদন বা গ্রহণ করা হয়নি। গাজীপুরস্থ প্রস্তাবিত প্রকল্পের ভূমি ডেফার্ড এলসির বিপরীতে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ বা প্রাসঙ্গিক কোন দলিলাদি সম্পাদিত হয়নি।
- গাজীপুরস্থ প্রস্তাবিত প্রকল্প ভূমির মূল দলিল এই শাখায় সংরক্ষিত নেই।
- ২০-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ডিভিশন হতে জানানো হয় ৯০(তিন মাস) দিনের মধ্যে প্রকল্পটি কনসোর্টিয়াম অর্থায়নের আওতায় ঋণ মঞ্জুর না হলে বা গ্রাহক তার নিজস্ব উৎস হতে ফোর্সর্ড লোনের দায় সমন্বয় না করলে আমদানিকৃত মেশিনগুলো নিলামে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ ঋণ হিসাবের বিপরীতে জমার নির্দেশ অদ্যাবধি বাস্তবায়ন না করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- প্রকল্পে মেশিনারীজ আমদানি হলেও নিশ্চিতভাবে এখনোও প্রকল্প স্থান নির্ধারণ কিংবা অদ্যাবধি মিল স্থাপনের জন্য উপযোগী করা হয়নি। ফলে, ২২,২২,৪৫,১৪০ টাকার ফোর্সড লোনের বিপরীতে জামানতবিহীন ২৭,৬০,৭৬,৩৪৫ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং সেইসাথে মেশিনারীজগুলো অবীমাকৃত অবস্থায় বীমা ঝুঁকিতে রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রস্তাবিত ডেনিস ইউনিট গাজীপুর এর স্থলে কানাইপুরে প্রকল্পস্থলে স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত ইউনিট চালু হলে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপন হতে হতে যন্ত্রপাতি স্ক্র্যাপে পরিণত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা অর্থ সত্বর আদায় করা আবশ্যক ছিল। টাকা আদায়ের দায়িত্ব শাখার ওপর বর্তায়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনামঃ ডাউনপেমেন্টের ঘাটতি রেখে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ এর পুনঃতফসিল এবং সিসি ঋণ সুদবিহীন ও সুদবাহী ব্লকড হিসেবে স্থানান্তর ও পুনরায় নুতন সিসি বিতরণ করেও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৬,১০,৪৫,৪১০ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখার ২০০২ হতে ২০১০ সালের হিসাব ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স সানবীন টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ঋণের নথি ও ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- বিশাল অঙ্কের ডাউনপেমেন্টের ঘাটতি রেখেই অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ এবং পুনঃতফসিল এবং সিসি ঋণসমূহ সুদ বিহীন ও সুদযুক্ত ব্লকড হিসেবে স্থানান্তর করেও পুনরায় বিশাল অঙ্কের সিসি ঋণ বিতরণ করেও চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৬,১০,৪৫,৪১০ টাকা । **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ব" তে দেখানো হলো)।**
- ১৫-১১-১১৯৫ খ্রিঃ তারিখে প্রথম পুনঃ তফসিলকৃত ঋণের টাকা যথাযথভাবে আদায়ে ব্যর্থতায় ২৬-১২-২০০৬ খ্রিঃতারিখ পুনরায় পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের ঘাটতি ছিল ৩৫.৬৭ লক্ষ টাকা যা পুনঃতফসিল নীতিমালার পরিপন্থী। ডাউন পেমেন্টের অর্থ নগদে আদায়ের পরে পুনঃতফসিল প্রস্তাব প্রেরণযোগ্য।
- ২৬-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিএমআরই প্রকল্প ঋণের স্থিতি ৭৬৪.৭৩ লক্ষ টাকা ৩১ ডিসেম্বর/২০০৭ তারিখ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য। সে হিসেবে অদ্যাবধি ১৬টি কিস্তি অনাদায়ী রয়েছে কিন্তু মঞ্জুরির শর্ত মতে দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতায় পুন তফসিল বাতিলযোগ্য হলেও অদ্যাবধি তা বাতিল না করে আনুকূল্য দেখানো হয়েছে।
- উক্ত পুনঃতফসিল মতে আইডিপি (Interest During Construction Period) হিসেবের স্থিতি ৮৮.৫৮ লক্ষ টাকা ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আদায়যোগ্য হলেও তার বিশাল একটি অংশ অনাদায়ী রয়েছে।
- ক্যাশ ক্রেডিট হাইপো ব্লকড হিসেবের স্থিতি ও পুনঃতফসিল ঋণ করা হয়। কিন্তু শর্ত মোতাবেক অদ্যাবধি টাকা আদায় ও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি।
- সমুদয় ঋণ হিসাবসমূহ ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত ঋণের বিপরীতে কোন আদায় নেই।
- বকেয়া ঋণের দায় বারংবার পুনঃ তফসিলে আদায় না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ২.০০ কোটি সিসি (হাইপো) ও ১.৫০ কোটি টাকা সিসি (প্লেজ) ঋণ বিতরণ করে ঋণের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে যার মেয়াদ ৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন টাকা আদায় হয়নি এবং ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে রয়েছে-যা গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়েছে। আদায়/নিয়মিতকরণের জন্য গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শাখা হতে প্রস্তাব অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে মঞ্জুরিকৃত হয়ে আসে। সুতরাং শাখার দায়িত্ব এড়ানোর কোন সুযোগ নেই। সত্বর অর্থ আদায় করা আবশ্যক ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৪।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরির শর্ত ভঙ্গ করে বারংবার বকেয়া সুদের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় পুনঃতফসিল ও ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি করেও ৬ বছরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যর্থ, সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লিম ঋণের কোন টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,২৮,২৫,৫৪৭ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখার ২০০২ হতে ২০১০ সালের হিসাব ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স এ, এ রসায়ন মিলস লিঃ এর ঋণের নথি, ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি হতে দেখা যায় যে,

- মঞ্জুরির শর্ত ভঙ্গ করে বারংবার বকেয়া সুদের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় পুনঃতফসিল ও ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি করেও ৬ বছরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যয় সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ লিম (Loan Against Imported Merchandise) ঋণের কোন টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,২৮,২৫,৫৪৭ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ভ" তে দেখানো হলো)**।
- ২০০৪ সালে মঞ্জুরিকৃত এবং ২০০৫ সালের ১২ মার্চ বিতরণকৃত অর্থ দ্বারা ১৫ মাসের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ করা থাকলেও ৬ বছরেও বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছে।
- মঞ্জুরির (২০০৪) বিশেষ শর্তাবলীর ১২ নম্বর প্যারায় নির্দেশ ভঙ্গ করে প্রকল্পের বর্ধিত ব্যয়ের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণাংক বৃদ্ধি করে মেটানো হচ্ছে যা অনিয়মিত।
- অনুরূপভাবে ২০০৬ সালের মঞ্জুরির শর্তের ৪ নম্বর প্যারা এবং ২০১০ সালের মঞ্জুরির বিশেষ শর্তের ৮ নম্বর প্যারাতে একই শর্ত থাকলে তা ভঙ্গ করে ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মূলত কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে সুদের পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে আদায় করে এবং ঋণাংক বৃদ্ধি করে (ছয়) ৬ বছরে ব্যাংকের বিশাল দায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণাংক বৃদ্ধি করা হলেও সহজামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি না করায় ঋণ হিসাবটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা অনিয়মিত।
- ১৩,২৮,২৫,৫৪৭ টাকার ঋণের বিপরীতে বিগত ৬(ছয়) বছরে মাত্র ১৬,৪০৮ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- প্রকল্প ঋণ হিসেবের বিপরীতে এ বছর পর্যন্ত প্রায় ৪.০০ কোটি টাকার আরোপিত সুদ অনাদায়ী হবে যা ভবিষ্যতে পরিশোধ করে প্রকল্পটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।
- মেয়াদোত্তীর্ণ লিম ঋণের কোন টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি।
- জেনারেটর আমদানির/ সংগ্রহের অতিরিক্ত মূল্য ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব ইক্যুইটি হতে পরিশোধযোগ্য হলেও তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। মূলত উহা ব্যাংক হতে পরিশোধ করা হয়েছে যা অনিয়মিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, জিএম অফিস ফরিদপুরের ২৭-১২-২০০১খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-২১ এর নির্দেশ মতে প্রকল্পের কিস্তি পুনঃ নির্ধারণের মাধ্যমে হিসাবটি নিয়মিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- হিসাবটি নিয়মিত হলেও ৬ (ছয়) বছরে ঋণের বিশাল দায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা ভবিষ্যতে আদায় অযোগ্য হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে আদায়ের পরিমাণ দায়ের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। দায়ের অর্থ আদায়ের দায়িত্ব শাখার ওপর বর্তায়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৫।

শিরোনাম ঃ সম্পূর্ণ চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৭,৬১,১৬,৭১৫ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, ফরিদপুর এর আওতাধীন ফরিদপুর শাখার ২০০২ হতে ২০১০ সালের হিসাব ২০-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স সামস কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- সম্পূর্ণ চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় অনিয়মিতভাবে চালু প্রতিষ্ঠানকে সুদ মওকুফ সুবিধা ও পুনঃ তফসিলির সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অর্থ অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৭,৬১,১৬,৭১৫ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ম" তে দেখানো হলো)**।
- প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণের টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হয়নি। ২০০০ সালে প্রথম ঋণ বিতরণ করা হয়। পরবর্তীকালে পুনঃতফসিল করা পর্যন্ত অনাদায়ী ১.৯৮ কোটি টাকা পাওনার বিপরীতে কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে মাত্র ০.৫৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল যা অত্যন্ত নগণ্য।
- তা সত্ত্বেও গ্রাহকের ঋণ হিসাবটি ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত না করে তাকে ব্যবসায়িক সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং মামলার খেলাপি ঋণের বোঝা কমানোর জন্য পুনঃ তফসিলি সুবিধা দেয়া হয়েছিল যা অনিয়মিত।
- পুন তফসিলের নীতিমালা অনুযায়ী ১৯,৮০,৪৮০ টাকা নগদে জমার নির্দেশ এক্ষেত্রে পরিপালন করা হয়নি। গ্রাহক ৫ বছরে কেবলমাত্র পুনঃতফসিলের জন্য ৫.৮৫ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট জমা প্রদান করেন।
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনঃতফসিলি সুদ মওকুফ সুবিধা দিয়ে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য দেখানো হয়েছে।
- চালু প্রতিষ্ঠানের সুদ মওকুফের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে আরোপিত ও অনারোপিত সমুদয় সুদ বাবত ১,৯৬,১৩,৩০৬ টাকা মওকুফ করে পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক কস্ট অব ফান্ডের টাকা আদায় নিশ্চিত না করে মওকুফ সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- ঋণ হিসাব তফসিলের পরেও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং পুনঃতফসিল ও সুদ মওকুফের শর্ত মোতাবেক পরপর দুটি কিস্তি পরিশোধের ব্যর্থতায় সুবিধাসমূহ বাতিলযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা বাতিল করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ী প্রাপ্য আদায়কল্পে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উকিল নোটিশ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টাকা আদায় না হওয়ার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৬।

শিরোনামঃ ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত মেসার্স কুড়িগ্রাম স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড সম্পূর্ণরূপে চালু থাকা সত্ত্বেও শর্ত মোতাবেক টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বারবার অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরেও শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,৩০,০৮,৩৫৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, রংপুর এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে–প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত মেসার্স কুড়িগ্রাম স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড সম্পূর্ণরূপে চালু থাকা সত্ত্বেও শর্ত মোতাবেক ব্যাংকের টাকা আদায়ে ব্যর্থতা এবং বারবার অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের পরেও শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,৩০,০৮,৩৫৫ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "য" তে দেখানো হলো)।**
- এই শাখা হতে মেসার্স কুড়িগ্রাম স্পিনিং মিলস্ লিমিডেট এর অনুকূলে ২০০৩ সালে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৯,২০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী মূলধন খাতে প্রকৃত বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ ৮,৫০,৫০,০০০ টাকা যা গত ১১-০১-২০০৩ হতে ১১-০৩-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পে বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি সাফল্যজনকভাবে উৎপাদন শুরু হলে চলতি মূলধন (হাইপো) বরাদ্দ ১ কোটি ও প্লেজ ঋণসীমা বাবদ ৩ কোটি টাকা মিশ্র ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হলেও মিল সম্পূর্ণ চালু থাকা সত্ত্বেও সমুদয় টাকা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে না।
- ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পর থেকে নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে এ পর্যন্ত তিন দফায় ঋণ হিসাবগুলি পুনঃতফসিল করে নিয়েছেন। কিন্তু , শর্ত মোতাবেক ব্যাংক এর টাকা পরিশোধ করেনি।
- ১ম দফায় পুনঃতফসিল মঞ্জুরিকালে ঋণগ্রহীতা ১৭-৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আংশিক ডাউনপেমেন্ট বাবদ ২৫,৩২,৬০০ টাকা, ২য় দফায় ১৬-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আংশিক ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৪১,২০,০০০ টাকা এবং সর্বশেষ ঋণ পুনঃতফসিলকালে ২০১০ সালে কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট অর্থ জমা না দিয়েই ঋণ মঞ্জুর করা হয় কিন্তু কোন বারই শর্ত মোতাবেক ব্যাংক ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতা পুনরায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য আবেদন করে কালক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করেছেন। খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ ডিসেম্বর/২০১১ সালে পুনঃতফসিল করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি নিয়মিতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। যথানিয়মে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কালক্ষেপণের কৌশলে সহায়তা করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ২৭-০২-২০১৩ খিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ডাউন পেমেন্ট জমাদানের শর্তে সুদ মওকুফসহ পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধাদেয়া হয়েছে কিন্তু কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণটি খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২৭।

শিরোনামঃ মেসার্স মমো জুট মিলস্ লিমিটেড প্রকল্প ঋণ প্রস্তাব লাভজনক না হওয়ায় শাখা প্রধানের মতামত ও সুপারিশ উপেক্ষা করে অনভিজ্ঞ ও আর্থিক অস্বচ্ছল উদ্যোক্তার অনুকূলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭, ৩৯,৩৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, রংপুর এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণের নথি, ক্রেডিট রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে,

- মেসার্স মমো জুট মিলস্ লিমিটেড প্রকল্প ঋণ প্রস্তাব লাভজনক না হওয়ায় শাখা প্রধানের মতামত ও সুপারিশ উপেক্ষা করে অনভিজ্ঞ ও আর্থিক অস্বচ্ছল উদ্যোক্তার অনুকূলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক এক তরফাভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ৭,৩৯,৩৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট "র" তে দেখানো হলো)**।
- মেসার্স মমো জুট মিলস্ লিমিডেট এর প্রকল্প ঋণের আবেদনপত্র পাওয়ার পর শাখা হতে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় এবং ঋণের আবেদন ও ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ইস্তেহার অনুযায়ী উদ্যোক্তাগণের নিট সম্পদ থাকার প্রয়োজন ৬,৫০,৯৬,২৫০ টাকা। সেখানে সম্মিলিতভাবে নিট সম্পদের পরিমাণ মাত্র ৭০,৩৮,৩৫৩ টাকা। যা খুবই সামান্য ও আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের জুট মিলস্ সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই ঋণ প্রস্তাবটি বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই মর্মে শাখা প্রধান সুপারিশপত্রে উল্লেখ করেন।
- এছাড়া প্রধান শাখার একজন সিনিয়র অফিসারকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পদ মূল্যায়ন ও সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য প্রেরণ করা হলে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সকল সম্পত্তি পদ্মা নদী ভাঙ্গনে কবলিত হয়ে ইতোমধ্যেই চর অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ায় "নদী সিকস্তি এলাকা" মর্মে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। যার কারণে জমির মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উক্ত প্রকল্প অনুকূলে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৭,৩৯,৩৫,০০০ টাকা এবং সিসি হাইপো ২.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- প্রকল্প উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ১,৫৭,৫২,০০০ টাকার মধ্যে (আমাদানিকৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে) বিনিয়োগ করা হয়েছে ১.১৩,২৯,০০০ টাকা। অবশিষ্ট ৫৪,২৩,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে না পারায় ঘাটতি রেখে এলসি প্রদান করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ঋণ নিতিমালার পরিপন্থী।
- তাছাড়া, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বন্দর থেকে খালাশ করার সময় আর্থিকভাবে অস্বচ্ছলতার কারণে আমদানি শুল্ক বাবদ (১,৭০,৫৫৭ +১,৯৬,৮৯১) ৩,৬৭,৪৪৮ টাকা বকেয়া রেখে অঙ্গীকারনামা প্রদান করে খালাশ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল ও অনভিজ্ঞ প্রকল্প উদ্যোক্তার অনুকূলে শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত উপেক্ষা করে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ব্যাংকের ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথার্থ নয়। কারণ, ঋণ বিতরণের দীর্ঘদিন পরেও টাকা আদায়কল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। ২৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, শাখা এবং প্রিন্সিপাল অফিসের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের ব্যবসায়িক ক্ষমতার আওতায় মেসার্স মমো জুট মিলের নামে ৫০ : ৫০ ইকুইটিতে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই কার্যালয়ের ০২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে মূল আপত্তি মোতাবেক সুস্পষ্ট জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৮।

শিরোনাম ঃ বারবার রপ্তানি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৮৫,৫১,৭৯১ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ সালের হিসাব ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ সময়ে পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স আউলিয়া নীট ওয়্যার (প্রাঃ) লিঃ বার বার রপ্তানি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও শাখা কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৮৫,৫১,৭৯১ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ল" তে দেখানো হলো)।**
- জিএম কার্যালয়ের স্মারক নং- জিএমও- ঢাকা/আইটিএফডি/৪৫০৪, তারিখ-৩১-০৫-২০০৯ খ্রিঃ অনুযায়ী শাখার গ্রাহকের সৃষ্ট ফোসর্ড লোন বকেয়া ১২৩.০০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর/০৯ হতে ৭.০০ লক্ষ টাকা ত্রৈমাসিক ২৬ টি কিস্তি তে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফশীল অনুযায়ী প্রতিটি রপ্তানি বিল হতে ৮% হারে কর্তনপূর্বক Fund build up করতে হবে এবং ফান্ড কিস্তির সমান না হলে গ্রাহক নিজের উৎস হতে কিস্তি পরিশোধ করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন কিস্তিই নিয়মিত জমা না দেয়ায় একাধিক কিস্তি খেলাপি হয়ে পড়েছে।
- পুনঃতফসিল অনুযায়ী ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি খেলাপি হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ থাকলেও শাখা কর্তৃপক্ষ তা করেনি।
- গ্রাহক নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনরায় রপ্তানি ঋণ পত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়। গ্রাহক বরাবরের মত এবারও রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে বিটিবি (Back to Back) দায় পরিশোধ করা হয়েছে।
- ঋণ হিসাবটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এছাড়াও ঋণ হিসাবটি জামানতসমৃদ্ধ নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিলের পর গ্রাহককে দায় পরিশোধের জন্য তাগাদা ও চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়।
- সর্বশেষ বিগত ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভায় টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রেক্ষিতে মামলার অগ্রগতি জানানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অতিসত্বর দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৯।

শিরোনামঃ রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট লোন ও পিসি বারবার পুনঃতফসিলিকরণের পরও ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,২৮,২৩,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এ ২০১০ সালের হিসাব ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স নাসরিন টেক্স কম্পোজিট ইন্ডাঃ লিঃ এর বিপরীতে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি (Packing Credit) পুনঃ তফসিলকরণের পরও ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,২৮,২৩,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "শ" তে দেখানো হলো)।**
- গ্রাহক রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বীকৃত বিটিবি (Back to Back) আমদানি মূল্য ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। সৃষ্ট ফোর্সড লোন এবং অনাদায়ী পিসি বাবদ মোট ৫১০.৩১ লক্ষ টাকা ১৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল অনুযায়ী টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহককে ১১-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় ১৫ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের জন্য পুনঃতফসিল করা হয়। সর্বশেষ পুনঃতফসিল অনুযায়ী মার্চ/১১ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি বাবদ ৪৮.৬০ লক্ষ টাকা হারে পরিশোধযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে অডিট চলাকালীন পর্যন্ত গ্রাহক কোন টাকাই পরিশোধ করেনি।
- বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ। এছাড়া ৬২৮.২৩ লক্ষ টাকার দায়ের বিপরীতে সহজামানত মূল্য মাত্র ২১৭.৩২ লক্ষ টাকা।
- সর্বশেষ পুনঃতফসিল অনুযায়ী কিস্তি আদায়ের জন্য অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে। পর পর ২ টি চেক Dishonour হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে N.I. Act (Negotiation Instrument Act.-1881) অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ থাকলেও শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণ না করায় আর কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না এবং আগামী ১ মাসের মধ্যে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোসজনক নয়। কেননা, পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তি আদায় করা হয়নি। এছাড়া গ্রাহকের নিকট হতে অগ্রিম চেক গ্রহণের কথা বলা থাকলেও তা নেওয়া হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির টাকা আদায়ের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। আলোচ্য আপত্তির বিষয়ে ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রেক্ষিতে মামলার অগ্রগতি জানানোর জন্য সুপারিশ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্ত্বর দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৩০।

শিরোনাম ঃ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ভুয়া ফরেন বিল পারচেজ নিগোশিয়েশন (FBPN) সৃষ্টি এবং বিভিন্ন গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ বিলের বিপরীতে একাধিকবার মূল্য আদায়/সমন্বয় দেখানোর মাধ্যমে ৯,৯৭,০০,৮৪০ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ সালের হিসাব ০৭-০৯-২০১১ হতে ও ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও শৃঙ্খলামূলক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য বিনিময় বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ভুয়া এফবিপিএন সৃষ্টি এবং বিভিন্ন গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ বিলের বিপরীতে একাধিকবার মূল্য আদায়/সমন্বয় দেখানোর মাধ্যমে ব্যাংকের ৯,৯৭,০০,৮৪০ টাকা আত্মসাৎ করেছে। (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ষ' তে দেখানো হলো**)।
- মেসার্স ওরিয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল এর রপ্তানি বিল না থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রাহকের ৬৫টি রপ্তানি বিপরীতে ৭টি ভাউচারের সর্বমোট ২,৭৫,৯৭,১৬৯ টাকা ওরিয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল এর হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- মেসার্স মারজান টেক্সটাইল মিলস এর রপ্তানি বিল না হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রাহকের ৭ টি রপ্তানি বিলের বিপরীতে ৩৭ টি ভাউচারে ১,২৩,৪৫,৫৯৭ টাকা এবং অপর একটি ভাউচারে ২৭,৫৮,০৭৪ টাকা সর্বমোট ১,৫১,০৩,৬৭১ টাকা মেসার্স মারজান টেক্সটাইল মিলস এর হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- শাখার বিভিন্ন গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ রপ্তানি বিলের বিপরীতে একাধিকবার আদায়/সমন্বয় ভাউচার প্রণয়নের মাধ্যমে প্রায় ৫,৭০,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত সমন্বয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ২০০০ সাল হতে ২০০৪ সালের মধ্যে সংঘটিত সংশ্লিষ্ট আত্মসাৎ এর সঙ্গে জড়িত প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার মোঃ আব্দুল মান্নান মৃধা, প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ আতিকুর রহমানকে চিহ্নিত করা হলেও ব্যাংকের আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের জন্য কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দায়ী ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মৃধাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অপর দুই জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রধান কার্যালয় ফৌজদারী মোকদ্দমা করার জন্য শাখাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আত্মসাৎকৃত টাকার মধ্যে ৪,২৭,০০,৮৪০ টাকার প্রমাণক সনাক্ত করা হয়েছে। বাকী ৫.২০ কোটি টাকার প্রমাণক সনাক্ত করা যায়নি বিধায় এ বিষয়ে কি করণীয় তার সিদ্ধান্তের জন্য ৩০-০৬-২০১১ ও ২৬-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে দুই দফা পত্র প্রধান কার্যালয়ে লেখা হয়েছে। উল্লেখ্য আত্মসাতের সংগে জড়িতদের থেকে এ পর্যন্ত ৭৯.০০ লক্ষ টাকা নগদে আদায় করা হয়েছে। বাকী টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী মামলা দায়ের করার কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল।
- উল্লিখিত আত্মসাতের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় বিগত ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীকালে কোন জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। আলোচ্য আপত্তির বিষয়ে ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় আদায়ের জন্য মেসার্স ওরিয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল এর বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী অগ্রগতি এবং মেসার্স মারজান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত পরবর্তী অগ্রগতি জানানোর জন্য নির্দেশনা থাকলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আত্মসাতের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সত্বর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তিসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৩১।

শিরোনামঃ প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না করায় ও খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৭৮,৫৪,০৯৩ টাকা ।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, বি-ওয়াবদা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ১৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- মেসার্স আকাশ সিএনজি ফিলিং লিঃ এর প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না করায় ও খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৭৮,৫৪,০৯৩ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ "স" তে দেখানো হলো)।**
- সিএনজি রিফুয়েলিং ফিলিং স্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং-০৬ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণটি ত্রৈমাসিক ২০ টি কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ বার্ষিক ৫ টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল। ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল ৩০-০৯-২০০৯ খ্রিঃএবং প্রতি কিস্তির হার ছিল ১৭.৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের বিপরীতে কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি, ফলে ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হয়েছে। ঋণ বিতরণের পর থেকেই ঋণ হিসাবটিতে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। ফলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি/২০০৯ মাস থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়ে বর্তমানে চালু থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে (Project Completion Report) সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি।
- গ্রাহককে লিখিত শাখার ০৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বি,ওয়াবদা/শিঋণ/আকাশ সিএনজি/ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বীমার মেয়াদ ০৮-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও বীমা পলিসি নবায়ন করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং ব্যাংক বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয়েছে। মঞ্জুরীপত্রের বিশেষ শর্ত নং-৮ (খ) অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি কভার করে বীমা করা হয়নি। কোম্পানির পরিচালকদের শেয়ার সার্টিফিকেট ব্যাংকে জমা রাখা হয়নি। জমির হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের রশিদ সরবরাহকৃত নথিতে পাওয়া যায়নি। এছাড়া পূর্বের বীমা পলিসি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পলিসিতে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ওয়ান ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা চট্টগ্রামের নাম রয়েছে যা অস্বাভাবিক এবং মূল বীমা পলিসিও নথিতে পাওয়া যায়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্লান শাখার নথিতে পাওয়া যায়নি। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট রেটিং করানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গ্রাহকের ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৯-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় গ্রাহক নির্বাচন সঠিক ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক আদালতে রিট পিটিশনের কারণে খেলাপি ঋণ আদায়ের বিষয়টি আগামী ০৬(ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংকের পক্ষ থেকে আরও কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৬-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় বিগত ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। আলোচ্য আপত্তির বিষয়ে ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় তিন মাসের মধ্যে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের সমুদয় টাকা আদায়ের লক্ষ্যে রিট পিটিশন মামলার নিবিড় তদারকিসহ কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-৩২।

শিরোনামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'হ-১'** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৮-এর তুলনায় আলোচ্য ২০০৯ ও ২০১০ সালে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১১.৪৬% ও ৩১.২%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরদ্বয়ে ঋণ ও অগ্রিম বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৯.৮৯% ও ২৩.৭৬% এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৯.৩৪% ও ১৭.৫১%। মোট লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি লোকসানী শাখার সংখ্যা আলোচ্য বছরগুলোতে হ্রাস পেয়েছে যা আশাব্যঞ্জক। আমানতের পরিমাণ আরো বৃদ্ধিসহ লোকসানী শাখার সংখ্যা হ্রাসকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত Profit & Loss Account পর্যালোচনা করে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয় তথা লাভ/ক্ষতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'হ-২'** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩২.৪৮% ও ৬২.৬৯% এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩০.৯৬% ও ৩৫.৫৫%। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে নিট লাভ হ্রাস পেয়েছে ৩৩.৫০% এবং ২০১০ সালে নিট লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৮.৫৫%। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ার কারণ উল্লেখসহ সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আয়-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত চূড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির মোট ঋণ ও অগ্রীম এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'হ-৩'** এ দেখানো হল। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে মোট ঋণ ও অগ্রিম বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৯.৮৯% ও ২৩.৭৬% এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩.৯১% ও ৬%। তবে ২০০৮ সালের তুলনায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ আদায়ের হার ২০০৯ সালে ১১.৭৯% বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে ১৮.৬৬%। যা ২০০৯ ও ২০১০ সালের মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের মাত্র ২৬.৫৩% ও ১৯.৭৩। আবার ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২৪৪.৯২% ও ৩৬৬.৫৯%। আলোচ্য বছরগুলোতে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হয়েছে মোট অবলোপনকৃত ঋণের মাত্র ২.৬৭% ও ৬.৮৫%। চলতি বছরগুলোতে অবলোপনকৃত টাকার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ উল্লেখসহ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করত: ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ তারিখের স্থিতিপত্রে মোট দায় দেখানো হয়েছে ৬০৩৪৯.৪১ কোটি টাকা। যা ২০০৮ সালে ছিল ৪৬৮৫২.৮৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য বছরে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৪৯৬.৫৭ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ দায় বৃদ্ধির কারণ উল্লেখসহ দায় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ তারিখের স্থিতিপত্রে সাসপেন্স হিসাবে ১৯৮.০৮ কোটি টাকা অসমন্বিত দেখানো হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ তারিখের স্থিতিপত্রে পাঁচ বছরের অধিককাল ৭৫৭১.৯৪ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম হিসাবে অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় অনুদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ব্যাংকটি ২০১০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'হ-৪'**- এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে আমদানি হ্রাস পেয়েছে ৩৬.০৫% এবং ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৩০%। অন্যদিকে ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরদ্বয়ে রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৮৩% ও ৬.৬১%। ফলে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স সামান্য হ্রাস পেলেও ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আউট ওয়ার্ড রেমিটেন্স উভয় বছরই হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৭.৩৫% ও ৭.৯৭%। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যাসহ প্রকৃত রপ্তানিকারকের অনুকূলে রপ্তানি এলসি'র সঠিকতা যাচাই করে রপ্তানি বৃদ্ধির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- আইসিবি ইসলামী ব্যাংক (ওরিয়েন্টাল) এর নিকট পাওনা ৩৮.০০ কোটি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানো প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০ তারিখে স্থিতিপত্রে PAD (Payment Against Documents) খাতে ১৬৫৩.৬৮ কোটি, IBP (Inland Bills Purchased) খাতে ৬৬৩.৯২ কোটি, FBP (Foreign Bill Purchase) খাতে ১৫৩.৬৫ কোটি টাকা এবং FBPN (Foreign Bill Purchase Negotiation) খাতে ৪৬৩.৩৯ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। বিল নং তারিখ, রপ্তানিকারকের নাম, ক্রয়কৃত বিলের টাকা, সমন্বয়ের নির্ধারিত তারিখ (মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ) উল্লেখপূর্বক রপ্তানি বিলমূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাছাড়া, PAD ও IBP খাতে বিপুল অংক অনাদায়ী থাকার কারণ উল্লেখপূর্বক পার্টিভিত্তিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন (বছরভিত্তিক কোন পার্টির নিকট কত টাকা অনাদায়ী রয়েছে)।

- ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৪৯টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৮৩টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৬৬টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত বিবরণী **পরিশিষ্ট 'হ-৫'**-এ দেয়া হলো।

- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'হ-৬'** এ দেখানো হলো।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৫৬৯১কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।